৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ১৮ আশ্বিন – ২৪ আশ্বিন, ১৪৩১ ঃ ৫ অক্টোবর – ১১ অক্টোবর, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 49, 5 October - 11 October, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ডাক্তাররা কাজে ফিরলেও রোগী পরিজনদের দ্বারা

ফের ডাক্তার, স্বাস্থ্য কর্মী নিগ্রহের ঘটনা ঘটলো কামারহাটির সাগর দত্ত হাসপাতালে। এর জেরে নিরাপত্তার দাবীতে কর্মবিরতি শুরু করেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

রবিবার : তদন্তকারীরা ১৫৭ পাতার চার্জসিটে জানিয়েছেন,

আনিসুর, আলিফ, জ্যোতিপ্রিয় ত্রিভুজে ১০০০ কোটি কালো টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছে রেশন দুর্নীতিতে। হদিশ পাওয়া গেছে ৩৫০ টিরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের।

সোমবার : আরজি কর ঘটনার পর থ্রেট কালচারের হদিস মিলছে

বাংলার হাসপাতালগুলিতে। এবার এই কালচারে অভিযুক্ত খোদ পুলিশই। ডাক্তারদের অভিযোগ, তাঁদের থানায় ডেকে মোবাইল নিয়ে নানা হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

মঙ্গলবার : আরজি কর কাণ্ডে অভিযুক্তরা কেন এখনও

পদে রয়েছেন, এই প্রশ্নে রাজ্যকে ব্যবস্থা নিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। এমনকী বিচারকরা জানিয়েছেন রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে দুর্নীতির তদন্ত ভারও দেওয়া হতে পারে সিবিআইকে।

বুধবার : শুধু ঘুম চোখে রেডিওয় মহিষাসুরমর্দিনী শুনে ভোরে ওঠা নয়,

এবার মহালয়ার ভোরের দখল নিল প্রতিবাদ। কলকাতা সহ জেলায় জেলায় অভয়ার বিচারের দাবীতে পথে কাটালেন বহ মানুষ। প্রতিবাদ উঠে এল গানে, নাচে, আঁকায়, নাটকে।

বৃহস্পতিবার : জমি জটে পশ্চিমবঙ্গে আটকে রয়েছে ৬১টা

রেল প্রকল্প। গত ১০ বছরে মাত্র ২৮ কিলোমিটার মেট্রো পথ হয়েছে। বন্ধ বহু রুটের মেট্রো প্রকল্প। শিয়ালদহ স্টেশন এক অনুষ্ঠানে এসে জমি জট ছাড়াতে রাজ্যের সহযোগিতা চাইলেন রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

শুক্রবার : শারদৎসবের সূচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে বাংলা ভাষা

পেল ধ্রুপদী তকমা। খুশির হাওয়া বঙ্গে। এর জন্য রাজ্য আবেদন জানিয়েছিল আগেই। সঙ্গে ধ্রুপদী হল মারাঠি, পালি, পাকৃত ও অসমীয়া ভাষা ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

মানব সভ্যতার অবক্ষয়েই কি প্রকৃতির চোখ রাঙানি

শারদোৎসবের নির্ঘণ্টেও রাত দখলের পদধ্বনি

কুনাল মালিক ও প্রিয়ম গুহ

এবারের শারদ উৎসবের প্রচলিত ভারতীয় সময় অনুযায়ী যেই মতে যে পূজাচর্নার নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে অনেকেই বিস্মিত এবং হতবাক। কারণ বর্তমান পরিস্থিতি ও মানব সভ্যতার অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে এই নির্ঘণ্ট যেন কোথাও মিলে যাচ্ছে, আরজি করে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর ১৪ আগস্ট থেকে বাংলা তথা গোটা বিশ্বের প্রতিবাদী মানুষরা রাত দখলের ডাকের সাথে। বিশেষ করে মহিলারা রাস্তা দখলের ডাক দিয়ে একটা সাড়া ফেলে দিয়েছেন। যদিও এখনো নির্যাতিতা মৃতা ডাক্তারের প্রকৃত হত্যাকারীদের কোন হদিশ নেই, অভয়া প্রকৃত বিচার পায়নি। এই উৎসবের মরশুমেও প্রতিবাদের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে সর্বত্রই। তারই মধ্যে আমাদের মা দুর্গার আগমন ঘটছে বাংলা তথা বিশ্বে। পূজা নির্ঘণ্ট যা হয়েছে সেটা হল, মহাসপ্তমী শুরু হচ্ছে ভোর পাঁচটা ৩৫ মিনিটে, মহা অষ্টমীর অঞ্জলি ভোর রাত, সন্ধিপূজো শুরু হবে ভোর ৬ টা ২৪ মিনিটে এবং ওই দিনই হবে নবমীর হোম ও পূর্জাচর্না ও দশমীর পূজা শুরু হবে সকাল ৭:০৩ মিনিটে। এ যেন সারা রাত জেগে মাত্রী শক্তির আরাধনা। মাও যেন আদেশ দিচ্ছেন রাত জাগার। এনিয়ে সামাজিক মাধ্যমে চলছে বিস্তর লেখালিখি, প্রতিবাদের রাত জাগার সাথে নেটিজেনরা মিল খুঁজে পাচ্ছে। তার ওপর এবার মা আসছে দোলায় যাবেন ঘোটকে। দোলায় আগমনের ফল হচ্ছে মহামারী এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত এবং বন্যা কবলিত। অন্যদিকে মা এবার গমন করবেন ঘোটকে। যার ফল হচ্ছে দাঙ্গা, যুদ্ধ, ঝামেলা এবং ছত্রভঙ্গ। ইতিমধ্যেই আন্দামান সাগরে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত চোখ রাঙাচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর যদিও বলেছে যে পূজার সময় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে আকাশের মুখ এখনো ভার। অন্যদিকে ইসরাইল বনাম ইরান, লেবানন, সিরিয়া সহ মধ্যপ্রাচের প্রায় সমস্ত দেশগুলিতে চলছে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। বিশ্বব্যাপী তৈরি হয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতি। দুর্গাপুজোয় এবার সকলের কাছে তেমন উৎসবের মেজাজে না থাকলেও পুজোর রীতি মেনেই জগৎ জননী মহামায়া এরপর পাঁচের পাতায়

দেখা গেল বিরল ধূমকেতু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

কৈখালী : মহাজাগতিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো সাধারণ মানুষ। পৃথিবীর কাছ দিয়ে ঘুরে গেল ধূমকেতু সি/২০২৩ এ-থ্রি।আর এটা দেখার জন্য টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে বসেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সংগঠন। অবশেষে ক্যামেরায় ধরা পড়ল অত্যন্ত বিরল এই ধূমকেতু।দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা করাটাও কঠিন। পৃথিবীর আকাশে উঁকি দিয়ে যাওয়া ধূমকেতুদের বেশির ভাগ যে জায়গা থেকে আসে বলে মনে করা হয়, ধূমকেতুদের সেই 'আঁতুড়ঘর' পৃথিবী থেকে ঠিক কতটা দূরে? মহাকাশবিজ্ঞানীদের বক্তব্য, প্রাথমিক ধারণায় বলা যায়, ধূমকেতু আসে প্লুটোরও বহু দূর থেকে। তার নাম মহাকাশ বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় 'উর্ট কমেট ক্লাউড'।এতটাই দূরে

সে জায়গা যে সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে ছুটতে থাকা ওই তল্লাট থেকে আলোর সূর্য পর্যন্ত আসতেই ২ বছরের কাছাকাছি সময় লেগে যায় ধূমকেতুর।

১৯৭৭ সালে পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া ভয়েজার-১ এখন যে গতি চলছে, সেই গতিতে এগোতে থাকলে আরও ৩০০ বছর পর তার উর্ট কমেট ক্লাউডে পৌঁছনোর সম্ভাবনা আছে বলে মনে করা হয়। কল্পনারও বাইরে থাকা এমনই এক দূরত্ব পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর কাছ দিয়ে ঘুরে গেল ধূমকেতু সি/২০২৩ এ-থ্রি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতোই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে বসেছিলেন এখানকার শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সংগঠন স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।আর ওঁদের ক্যামেরায় ধরা পড়ল অত্যন্ত বিরল এই ধূমকেতু।রাতভর আকাশে টেলিস্কোপ তাক করে বসে ভোরের দিকে উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার যে তৃপ্তি সেটাই পেলেন সৌভিক কর্মকার। সুন্দরবনের কৈখালির কাছে স্কাই ওয়াচার্স এরপর পাঁচের পাতায়

অন্ডাল–পলাশস্থলী রেলপথ পুনরায় চালুর দাবি সাংসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪ সেপ্টেম্বর আসানসোলের একটি বেসরকারি লজে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সাংসদদের নিয়ে বৈঠক করে পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দকে যেওকার এবং আসানসোল ডিভিশনের ডিআর এম চেতনানন্দ সিং উপস্থিত ছিলেন। সেখানে দুমকা লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ নলিন সোরেন অন্ডাল থেকে পলাশস্থলী রেলপথ পুনরায় চালু করার দাবি জানান। বিষয়টি রেল কর্তারা দেখবেন বলে দিয়েছেন।

পলাশস্থলী স্টেশন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জামতাড়া জেলার অন্তর্গত। অন্ডাল– সাইথিয়া রেলপথের ভীমগড় স্টেশন থেকে রেললাইন আলাদা হয়ে হজরতপুর, রসোয়ান, বড়রাগ্রাম, লছমনপুর রোড স্টেশন হয়ে ট্রেন চলে যেতো পলাশস্থলী স্টেশন পর্যন্ত। ২৭ কিলোমিটার ছিল এই রেলপথ। সারাদিনে চারটি ট্রেন চলতো। ১৯৫৩ সালে চালু হয়েছিল এই রেলপথ। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি থেকে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম ছিল এই রেলপথ। যাত্রী ট্রেন না চললেও হজরতপুর পর্যন্ত মালগাড়ি চলে আজও। বড়রা গ্রামের পরের এলাকায় পরিত্যক্ত খনি থেকে কয়লা তুলতে তুলতে এই রেললাইনের তলায় মাটি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ২০০২ সালে এই রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। ঝাড়খণ্ড সরকারও এই রেলপথ চালু করার দাবি জানিয়েছে, কিন্তু লাইনের বিপজ্জনক অবস্থার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালে বন্ধ থাকা এই রেলপথের রেললাইন চুরি করার অভিযোগে শেখ ইন্তাজ ও শেখ আলতাবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার চরাচরে বন্যা বনাম কন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবছর বন্যার আতঙ্ক বুকে নিয়েই দুর্গাপুজোয় মাতে নদিয়ার নয়াচরবাসী। এবারও যার অন্যথা হয়নি। শারদোৎসব আবাহনের মাঝেই ফুলেফেঁপে ওঠা ভাগীরথী নদীর প্রমত্তা রূপ প্রতি মুহূর্তে সীমান্তবর্তী কয়েকশো বাসিন্দার রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই একবার জলমগ্ন হতে হয়েছিল নয়াচরবাসীদের। বিহার সহ আপার ক্যাচমেন্টে প্রবল বৃষ্টিপাত হলেই ভাগীরথীও ফুঁসে ওঠে। চলতি সপ্তাহে বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা নতুন করে বন্যার কবলে পড়েছে। তবে, একরাশ আতঙ্কের মধ্যেও প্রত্যন্ত নয়াচর এলাকার বাসিন্দারা দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিতে খামতি রাখেননি। মূলত কৃষি অধ্যুষিত প্রায় তিন কিলোমিটার বিস্তৃত নয়াচরে তিনটি জায়গায় দুর্গাপুজো হয়ে থাকে। নয়াচরের চরকতলা, গোবিন্দপুর এবং পূর্ব পাড়া। চরকতলার দুর্গাপুজো সবচেয়ে পুরনো। এবারে সেখানে ৭২ তম বর্ষের দুর্গাপুজোর আয়োজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বহিরাগত জনৈক কেষ্ট ডাকাতের অত্যন্ত নিরিবিলি প্রত্যন্ত এই এলাকাটি বেশ মনে ধরেছিল এবং নিরাপদ আস্তানা মনে করে বসবাসও শুরু করেছিলেন। একদিকে প্রমত্তা নদী, ঝোপজঙ্গলের আড়ালে ঢাকা জনবিরল ভূখণ্ড, এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলা হল ধ্রুপদী ভাবনা বাঙালির

শক্তি ধর

এবারের তালকাটা শারোদৎসবের সূচনা লগ্নে প্রতিবাদে সোচ্চার রাত জাগা বাঙালি পেল এক ললিপপ, রাজ্যের আবেদনে ও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে বাংলা ভাষা পেল ধ্রুপদী তকমা। তবে ধ্রুপদী মানে আসলে কী, বা এই তকমায় প্রাচীন এই ভাষার কতটা উপকার হবে তা নিয়ে আম বাঙালি যথেষ্ট সন্দীহান। যে বাঙালির বহু আগে নোবেল প্রাপ্তি ঘটেছে, যে বাঙালি দেশের স্বাধীনতা লড়াইয়ে মন্ত্র জুগিয়েছে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশকে উদ্ভাসিত করেছে, যে বাঙালি দেশকে জাতীয় সংগীত উপহার দিয়েছে, এনে দিয়েছে অস্কার, সাংস্কৃতিক জগৎকে পথ দেখিয়েছে, সর্বোপরি নিজের ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে এই ধ্রুপদী তকমা কি তার কাছে এসবের চেয়েও বড় গৌরব? এই লোগো যদি না লাগতো তাহলে কি বাংলা ভাষার জৌলুস কমে যেত? মোটেও না। এটা নিশ্চিত যে, এই তকমা বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়ুয়া বাড়াবে না, বাঙালির মুখে বিকৃত বাংলা বলার প্রবণতা কমাবে না, হোডিং ব্যানারে ভুলভাল বাংলা বানানের এরপর তিনের পাতায়

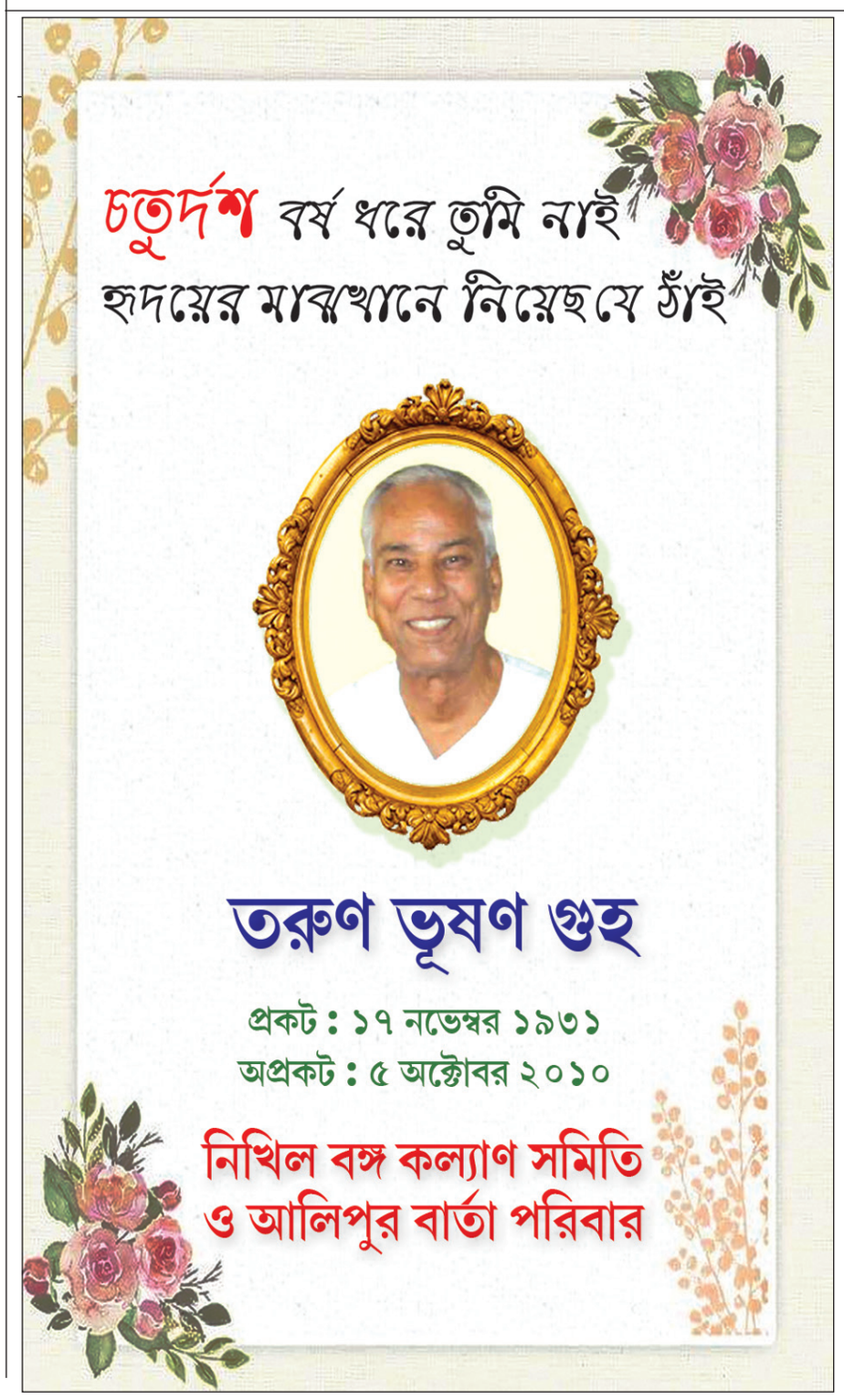

ভগ্নদশায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম: দুবরাজপুর ব্লকের হেতমপুর গ্রামপঞ্চায়েতের গড়গড়া গ্রামের ১৩১ নং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির ভগ্নদশা। চুইয়ে পড়ে বৃষ্টির জল, তারমধ্যে কোনোক্রমে চলে রান্না। যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বর্তমানে ২ জন কর্মী তাদের মধ্যে চন্দনা বাগদী বলেন, কেন্দ্রটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। প্রায় ৫৮ জন ছাত্রছাত্রী আছে এই কেন্দ্রে। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। ২৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে স্থানীয় বিধায়ক অনুপ সাহা। বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি ভগ্নদশায় রয়েছে দিনদিন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠছে। প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবো। দরকার হলে বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। দুবরাজপুর ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক সঞ্জীবন বিশ্বাস বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।

ছুটি

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তা পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় ১২ অক্টোবরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ১৯ অক্টোবর থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

— সম্পাদক

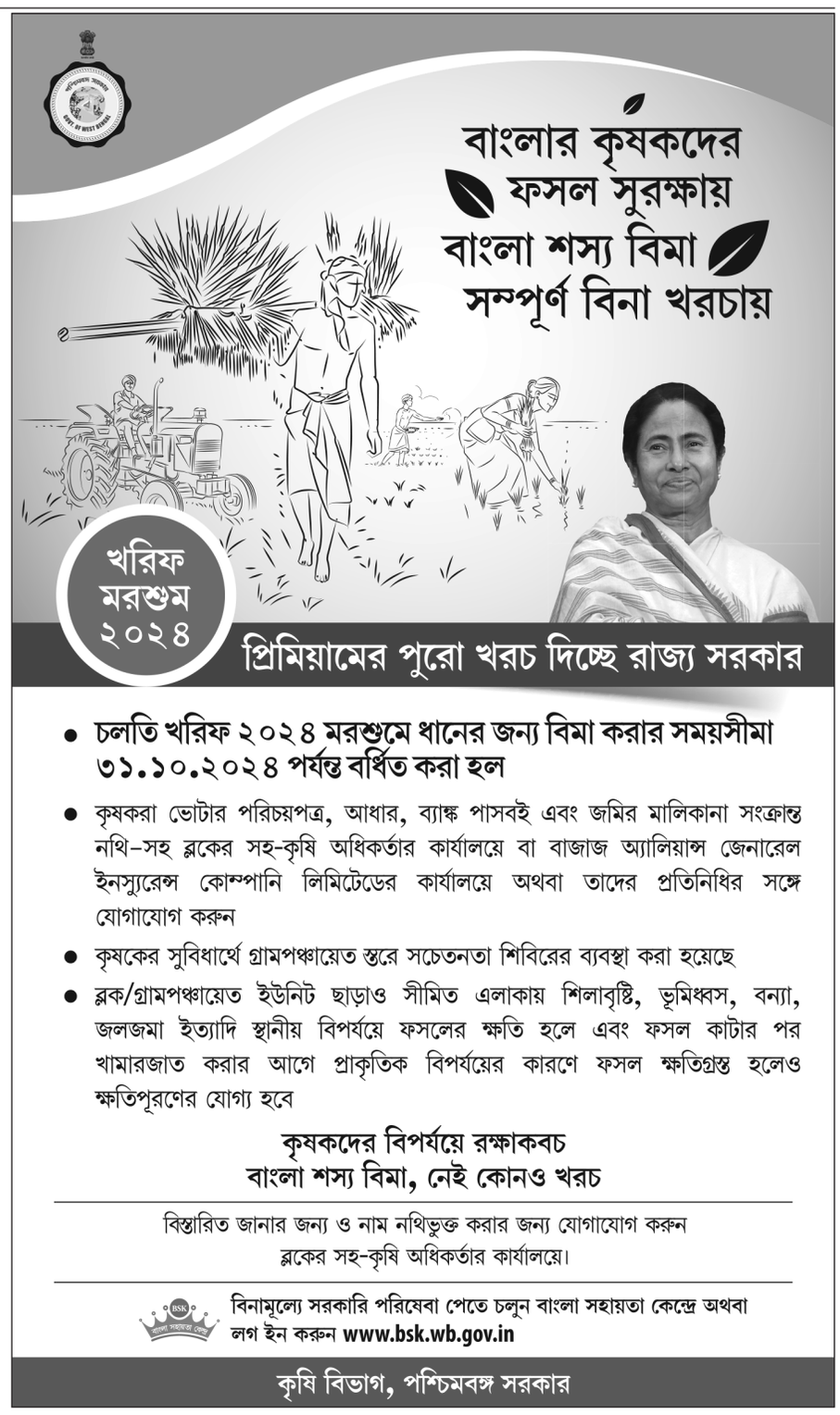

কাজের খবর

উত্তর–মধ্য রেলে ১,৬৭৯ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, প্রয়াগরাজ : উত্তর–মধ্য রেল অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১,৬৭৯ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে : ফিটার, ওয়েল্ডার, আর্মেচার ওয়াইন্ডার, মেশিনিস্ট, কার্পেন্টার, ই লেক্ট্রিশিয়ান, পেইন্টার (জেনারেল), মেকানিক (ডিজেল), ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেন্টেন্যান্স, ওয়্যারম্যান, প্লাম্বার, মেকানিক কাম অপারেটর ইলেক্ট্রনিক্স কমিউনিকেশন সিস্টেম, হেলথ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ওয়েব পেজ ডিজাইনার, এম.এম.টি.এম ক্রেন ড্রাফটসম্যান (সিভিল), টার্নার, ক্রেন, এম.এম.টি.এম., ব্ল্যাকস্মিথ, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) ও স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি)। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য। কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওপরের ওইসব ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ১৫–১০–২০২৪"এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। রেলে চাকরির বেলায় অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংপ্রাপ্তদের জন্য ২০% শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। কোন ডিভিশনে ক"টি শূন্যপদ : প্রয়াগরাজ ডিভিশনে মেকানিক্যাল বিভাগে ৩৬৪টি। এর মধ্যে ফিটার ৩৩৫টি (জেনাঃ ১৩৭, ও.বি.সি. ৯০, তঃজাঃ ৫০, তঃউঃজাঃ ২৫, ই.ডব্লু.এস. ৩৩)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ১৩টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। কার্পেন্টার ১১টি (জেনাঃ ৪, ৩.বি.সি ৩ তঃজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু এস. ১)। কার্পেন্টার ১১টি (জেনাঃ ৪, এ.বি.সি. ৩. তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১)। পেইন্টার (জেনারেল) ৫টি (জেনাঃ ৩. ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে ৩৩৯টি– এর মধ্যে ফিটার ২৪৬টি (জেনাঃ ১০০, ও.বি.সি. ৬৬, তঃজাঃ ৩৭, তঃউঃজাঃ ১৮, ই.ডব্লু.এস. ২৫)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ৯টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১)। আর্মেচার ওয়াইন্ডার ৪৭টি (জেনাঃ ১৭, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৬)। কার্পেন্টার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ক্রেন ৮টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১)। মেশিনিস্ট ১৫টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। পেইন্টার (জেনারেল) ৭টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২টি (জেনাঃ)।

ঝাঁসি ডিভিশনে ৪৯৭টি। এর মধ্যে ফিটার ২২৯টি (জেনাঃ ৯৩, ও.বি.সি. ৬২, তঃজাঃ ৩৪, তঃউঃজাঃ ১৭, ই.ডব্লু.এস. ২৩)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১২৩টি (জেনাঃ ৫১, ও.বি.সি. ৩৩, তঃজাঃ ১৮. তঃউঃজাঃ ৯. ই.ডব্লু এস. ১২)। মেকানিক (ডিজেল) ৫৮টি (জেনাঃ ২৩, ও.বি.সি. ১৬, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৪. ই.ডব্লু এস, ৬)। পেইন্টার ৪টি (জেনাঃ ২. ও.বি.সি. ১. তঃজাঃ ১)। ব্ল্যাকস্মিথ ৪টি (জেনাঃ ২. ও.বি.সি. ১. তাজাঃ ১)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ১৪টি (জেনাঃ ৬. ও.বি.সি ৪. তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১. ই. ডব্লু. এস. ১)। কার্পেন্টার ৭টি (জেনাঃ ২. ও.বি.সি. ২. তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু এস. ১)। টার্নার ৩টি (জেনাঃ ২. ও.বি.সি. ১)। মেশিনিস্ট ৪টি (জেনাঃ ২. ও.বি.সি. ১. তঃজাঃ ১)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ৫১টি (জেনাঃ ২০, ও.বি.সি. ১৪, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪. ই.ডব্লু.এস. ৫)।

ঝাঁসি ওয়ার্কশপে ১৮৩টি। এর মধ্যে ফিটার ৯৩টি (জেনাঃ ৩৫, ও.বি.সি. ২৬, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৭, ই. ডব্লু. এস. ৯)। ওয়েল্ডার ৪৫টি (জেনাঃ ১৬, ও.বি.সি. ১২. তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ৬)। মেশিনিস্ট ১৫টি (জেনাঃ ৬. ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। পেইন্টার ১৩টি (জেনাঃ ৫. ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৬টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি) ১টি (জেনাঃ)। আগ্রা ডিভিশনে ২৯৬টি। এর মধ্যে ফিটার ৮০টি (জেনাঃ ৩৬, ও.বি.সি. ২২, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ৪)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১২৫টি (জেনাঃ ৫৭, ও.বি.সি. ৩৪, তঃজাঃ ১৯, তঃউঃজাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ৬)। ওয়েল্ডার ১৫টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। মেশিনিস্ট ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। কার্পেন্টার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। পেইন্টার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেন্টেন্যান্স ৮টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। প্লাম্বার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১. তাজাঃ ১)। মেকানিক কাম অপারেটর ইলেক্ট্রনিক্স কমিউনিকেশন ১৫টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তাজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ১. ই ডব্লু এস. ১)। হেলথ স্যানিটরি ইন্সপেক্টর ৬টি (জেনাঃ ৩. ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)। মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ওয়েব/ পেজ ডিজাইনার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: RRC/NCR/Act. Apprentice 01/2024 Dated 14.09.2024.

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এইওয়েবসাইটে : www.rrcpryj.org এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য নিচের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন: (ক) পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার, (খ) ক্লাস এইট বা, মাধ্যমিক পাশের মার্কশীট, (গ) বয়সের প্রমাণ পত্র, (ঘ) আই.টি.আই. পাশের সার্টিফিকেট, (ঙ) কাস্ট সার্টিফিকেট, (চ) প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট। ওপরের সব প্রমাণ পত্র জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। এরপর স্ক্যান করা প্রমাণ পত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। যে ফটো স্ক্যান করবেন সেই ফটোর ১০ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

স্টেট ব্যাঙ্কে ৭৮৪ অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই : স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সিস্টেম) পদে ৭৮৪ জন লোক নিচ্ছে।

কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং–এর ডিগ্রি (বি.ই. বা, বি.টেক.) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ওইসব শাখার এম.টেক কিংবা এম.এসসি. কোর্স পাশরাও যোগ্য। এম.সি.এ. কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩০–৬–২০২৪"এর হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৪৮,৪৮০–৮৫,৯২০ টাকা। শূন্যপদ : ৭৮৪টি (জেনাঃ ৩২০, ই.ডব্লু.এস. ৭৮, ও.বি.সি. ২১১, তঃজাঃ ১১৭, তঃউঃজাঃ ৫৮)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৮টি, বধির প্রতিবন্ধী ৮টি, এল.ডি. প্রতিবন্ধী ৮টি।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার ১৯৮ জন লোক নিচ্ছে।

মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফিটার, টার্নার, মেশিনিস্ট, ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল), ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক), মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, প্লাম্বার, কার্পেন্টার, ম্যাসন, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, ইলেক্ট্রিশিয়ান, প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, মেকানিক্যাল মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স, প্রসেস প্ল্যান্ট অপারেটর ও হর্টিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৩–১০– ২০২৪'এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড ১ বছরের আই.টি.আই. পাশদের বেলায় মাসে ৭,৭০০ টাকা ও ২ বছরের আই.টি.আই. পাশদের বেলায় মাসে ৮,০৫০ টাকা। শূন্যপদ: ফিটার–৪৬টি, টার্নার–৭টি, মেশিনিস্ট–১০টি, ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল)–১২টি, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক)–১৪টি, মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং–৯টি, প্লাম্বার–২টি, কার্পেন্টার–৪টি, ম্যাসন/সিভিল মিস্ত্রি –৪টি, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক–১৫টি, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক–১৮টি, ইলেক্ট্রিশিয়ান–২২টি, প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট–১৯টি, মেকানিক্যাল মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স–১টি, প্রসেস প্ল্যান্ট অপারেটর–১২টি, হর্টিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট–৩টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: IGCAR/03/2024.

প্রার্থী বাছাই হবে টেস্ট বা, ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে, ১৩ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https:// apprenticeshipindia.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, আধার কার্ড, আই.টি.আই. পাশের মার্কশীট ও কাস্ট সার্টিফিকেট স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

UPSC'র মাধ্যমে ২৩২ ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা,নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় সরকারের সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং দফতরে গ্রুপ এ পদে ২৩২জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন। করতে পারেন। ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) থেকে সেকশন এ ও বি কোর্স পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য। ইনস্টিটিউট অফ ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) থেকে গ্র্যাজুয়েট মেম্বারশিপ পরীক্ষায় পাশ হলেও আবেদন করতে পারেন।

ওয়্যারলেশ কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স, রেডিও ফিজিক্স বা, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রধান বিষয় হিসাবে নিয়ে এম.এসসি. কোর্স পাশ হলে শুধুমাত্র ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ইন্ডিয়ান ন্যাভাল আর্মামেন্ট সার্ভিস (ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং) পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওয়্যারলেশ কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স, রেডিও ফিজিক্স বা, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রধান বিষয় হিসাবে নিয়ে এম.এসসি. কোর্স পাশ হলে শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান রেডিও রেগুলেটরি সার্ভিসের জন্য যোগ্য। ফিজিক্স ও রেডিও কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স বা, টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এম.এসসি. কোর্স পাশরাও যোগ্য।

এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫"র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম– তারিখ হতে হবে ২–১–৯৫ থেকে ১–১–২০০৪"এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শূন্যপদ: ২৩২টি।

চাকরি হবে এইসব ক্যাডারে: (ক) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে: (১) সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, (২) সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (রোডস), (৩) এ.ই.ই. (সিভিল) বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। (৪) ইন্ডিয়ান সিল্ক ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস, (৫) ইন্ডিয়ান ডিফেন্স সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, (৬) এ.ই.ই. (কিউ.এস. অ্যান্ড সি) এম.ই.এস. সার্ভেয়র ক্যাডার, (৭) সেন্ট্রাল ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস।

(খ) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে (১) এ.ই.ই. জি.এস.আই. ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, (২) ইন্ডিয়ান ডিফেন্স সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, (৩) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল আর্মামেন্ট সার্ভিস। (৪) সেন্ট্রাল ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, (৫) ডিফেন্স অ্যারোনটিক্যাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সার্ভিস। (গ) ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে (১) ইন্ডিয়ান ডিফেন্স সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স। (২) সেন্ট্রাল পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস। (৩) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল আর্মামেন্ট সার্ভিস। (৪) ডিফেন্স অ্যারোনটিক্যাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সার্ভিস।

(ঘ) ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে: (১) ইন্ডিয়ান টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস, গ্রুপ–এ, (২) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল আর্মামেন্ট সার্ভিস, (৩) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, (৪) জুনিয়র টেলিকম অফিসার গ্রেড–বি, (৫) ডিফেন্স অ্যারোনটিক্যাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সার্ভিস, (৬) ইন্ডিয়ান রেডিও রেগুলেটরি সার্ভিস, গ্রুপ–এ। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ২০২৫ সালের ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস পরীক্ষা"র মাধ্যমে। প্রথমে অবজেক্টিভ টাইপের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৯ ফেব্রুয়ারি। এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, কটক, দিল্লি, দিসপুর (গুয়াহাটি), পটনা, রাঁচী, গ্যাংটক, আগরতলা, শিলং।

অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে থাকবে দু"টি পেপার। প্রথম পেপারে থাকবে: (১) জেনারেল স্টাডিজ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্টিটিউড। ২০০ নম্বরের ২ ঘন্টার পরীক্ষা। (২) সিভিল/মেকানিক্যাল/ ইলেক্ট্রিক্যাল / ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং। ৩০০ নম্বরের ৩ ঘন্টার পরীক্ষা। অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

প্রিলি পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করলে মোট শূন্যপদের ৮–৭ গুণ প্রার্থীকে মেন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। মেন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের এই দু"টি পেপারের: (১) সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেক্ট্রিক্যাল / ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং পেপার–I। ৩০০ নম্বরের ৩ ঘন্টার পরীক্ষা। (২) সিভিল/মেকানিক্যাল/ ইলেক্ট্রিক্যাল / ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং পেপার–II. ৩০০ নম্বরের ৩ ঘন্টার পরীক্ষা।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে শাখায় দরখাস্ত করবেন সেই শাখায় পরীক্ষা দিতে হবে। সফল হলে ২০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। প্রথমে অবজেক্টিভ টাইপের পেপারের উত্তরপত্র দেখা হবে। সফল হলে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের উত্তরপত্র দেখা হবে। প্রতি বিষয়ে কোয়ালিফাইং নম্বর পেলেই সফল হবেন। এই পদের Examination Notice No. 02/2025– ENGG. Dated: 18.09.24. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৮ অক্টোবর পর্যন্ত, এই ওয়েবসাইটে: https://www.upsconline.nic.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোনো শাখায় নগদে জমা দিতে পারবেন ৮ অক্টোবরের মধ্যে। এছাড়াও নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে কিংবা ভিসা বা, মাস্টার ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডে জমা দিতে পারবেন ৯ অক্টোবরের মধ্যে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান (৪০ কে.বি"র বেশি হবে না, এর মধ্যে ফটো ৩০ কে.বি. ও সিগনেচার ১০ কে.বি. হতে হবে) করে নিয়ে যাবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে পার্ট। ও পার্ট–II রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। ফর্ম পূরণে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন ৯ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ অক্টোবর – ১১ অক্টোবর, ২০২৪

মেষ রাশি : সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের পূর্বে পারিবারিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচ্চিত। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। চুরি কাটমানি থেকে সাবধান। কোনো নথিপত্র বা দলিল বা পারিবারিক মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ি বা জমি ক্রয় নথিপত্র যাচাইয়ের প্রয়োজন। ব্যবসায় সাফল্য। বিবাহের কথাবর্তার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে। জমি বাড়ি সংক্রান্ত ক্রয়ে প্রতারকের থেকে স্বাধীনতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে। কম্পিউটার বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যাক্তিদের পেশায় সাফল্য। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : নারায়ণ পুজো করুন।

মিথুন রাশি : কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্যে বাধা। সহকর্মীদের অসহযোগীতার দরুণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভাই–বোনের সঙ্গে আলোচনায় সাফল্য। শেয়ার রফা টাকায় বিনিয়োগে সাফল্য। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বন্ধু কর্তক প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বুধের মন্ত্র পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি হলেও তা থেকে অব্যাহতি। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্যে বাধা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পত্তি এবং অর্থ নিয়ে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। পারিবারিক আয় বৃদ্ধির সম্ভবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা প্রাপ্তির সম্ভবনা। ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ আসতে পারে। ভাগ্যোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : সাদা বস্ত্র পরিধান করুন।

সিংহ রাশি : সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কে অবনতি। সন্তানের আচরণে মানষিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। কর্মোন্নতিতে বাধা। পারিবারিক বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য। বেদ, উপনিষদ, গীতা পাঠ করার আগ্রহ বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগ ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমায় সুফল লাভ।

প্রতিকার : সূর্য মন্ত্র পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে সুফল লাভের সম্ভবনা। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে আয় বৃদ্ধির সম্ভবনা চোখ বা নার্ভ সংক্রান্ত রোগে শয্যাশায়ী হতে পারেন। ব্যবসায় সাফল্য। সন্তানের কর্ম পাওয়ার সুযোগ আনতে পারে। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ফাটকায় নিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : : গরুকে সবুজ ঘাষ খাওয়ান।

তুলা রাশি : উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্যে বাধা। প্রমোটারি ব্যবসায় সাফল্য। কর্মোন্নতিতে আশানুরুপ সাফল্যে বাধা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। ঋণ নেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হতে পারে।

প্রতিকার : সাদা মিষ্টান্ন দিয়ে ইষ্টদেবতার পূজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি : শারিরীক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শত্রু থেকে সাবধান। অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে বিরোধ থাকলেও সর্ম্পকের উন্নতির সম্ভাবনা। প্রসাধনী দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। মধুমেহ রোগের কারণে শয্যাশায়ী হতে পারেন। পথে ঘাটে চলা ফেরায় সাবধানতা অবলম্বণ করুন।

প্রতিকার : লাল বস্ত্র পরিধান করুন।

ধনু রাশি : সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে চরম বিরোধ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। বিবাহে বাধা। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য। নৃত্য–গীত তথা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য।

প্রতিকার : হলুদ মিষ্টান্ন দিয়ে পুজো করুন।

মকর রাশি : স্বজনের অর্থনৈতিক কাজকর্মে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রুর সঙ্গে সন্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি পেলেও তা থেকে অব্যাহতি। পারিবারিক ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। প্রশাসনিক স্তরে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে মান সম্মান বৃদ্ধি। ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রতি শনিবার অশ্বত্থ গাছে জল দিন।

কুম্ভ রাশি : শারিরীক অসুস্থতা বৃদ্ধি। কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। কোনো কথা বলার সময় চিন্তা ভাবনা করে বলা উচিত। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও প্রশংসা। সন্তানের কর্মোন্নতি আশানুরূপ নাও হতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিদেবের পুজো করুন।

মীন রাশি : মানষিক চাঞ্চলতা বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যার দরূণ দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যঘাতে আর্থিক ব্যায় বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। সন্তানের আচরণে মানকষ্ট বৃদ্ধি। পারিবারিক ব্যবসায়ে সুফল লাভের সম্ভাবনা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : বৃহস্পতির মন্ত্র পাঠ করুন।

শব্দবার্তা ৩১৫

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। তুলনাহীন, অতুলনীয় ৪। সাধারণের জন্য চিকিৎসাগার ৫। নীরস ৭। আইন অনুসারে ৯। নাপিত ১০। ওষুধে ও ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত শাসবিশেষ।

উপর–নীচ

১। গৌণ, অপ্রধান ২। উত্তমণ ৩। লতাগৃহ, লতাকুঞ্জ ৬। মোড়লি ৭। নিজের জীবনী ৮। আস্ফালন।

সমাধান : ৩১৪

পাশাপাশি : ১। চালাক ৩। লোহিত ৫। বুজরুক ৬। জল ৭। রমরমা ৯। কেশিয়ার ১২। দিল ১৩। ঘটকালি ১৪। সত্বর ১৫। পিঞ্জর।

উপরনীচ : ১। চানাচুর ২। কবুতর ৩। লোক ৪। তরল ৬। জড়োয়া ৮। মহল ১০। শিলালিপি ১১। রংদার ১২। দিবস ১৩। ঘর।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

বেকারত্বের তালিকায় দেশে প্রথম কেরল নবমে পশ্চিমবঙ্গ

আরিফুল ইসলাম

যুব প্রজন্মের মধ্যে সর্বনিম্ন বেকারত্ব কোন রাজ্য? সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যুব প্রজন্মের মধ্যে বেকারত্বের হার ৯ শতাংশ। কিন্তু বামফ্রন্ট শাসিত কেরলের হাল অত্যন্ত খারাপ, সেখানে বেকারত্বের হার ২৯.৯ শতাংশ।

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অফিসের তরফ থেকে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে প্রকাশ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের যুব প্রজন্মের(১৫–২৯ বছর) মধ্যে বেকারত্বের হার হল ৯ শতাংশ। অর্থাৎ এই প্রজন্মের মধ্যে সর্বনিম্ন বেকারত্ব হারের নিরিখে দেশের প্রথম দশে থাকল আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। যুব প্রজন্মের বেকারত্বের হারের চিত্রে আমাদের রাজ্যে আবার গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার বেশি। গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের হার ৮.৫ শতাংশ সেখানে শহরাঞ্চলে ১০.৩ শতাংশ। আবার গ্রাম বাংলার মহিলাদের বেকারত্বের হার যেখানে ৮.৬ শতাংশ সেখানে

স্যাম্পেলের সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে শহুরে মহিলাদের বেকারত্বের হার ১৩.৬ শতাংশ। সার্বিকভাবে সর্বনিম্ন বেকারত্ব হারের এই তালিকায় পশ্চিম বাংলার সামনে অবশ্য যথাক্রমে আছে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, ঝাড়খণ্ড, ত্রিপুরা, সিকিমের মতো রাজ্য। কিন্তু সবচেয়ে অবাক ও আশ্চর্য করেছে দেশের অন্যতম শিক্ষিত রাজ্য কেরলের অবস্থান। সেখান বেকারত্বের ভয়াবহতা অন্য চিত্র দেখাচ্ছে। কেরল যদিও এই তালিকার তৃতীয়, কিন্তু তার উপরে আছে দু"টি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল। প্রথমে আছে আন্দামান ও দ্বিতীয় নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অঙ্গরাজ্য হিসাবে বেকারত্বের হারে কেরল প্রথম স্থান দখল করে আছে। শিল্প নেই কর্মসংস্থানের হাহাকার যেই রাজ্যে সেই নিরিখে বাংলা অন্তত গলাবাজিটা করে যেতে পারে?

ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অফিসের তরফ থেকে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে, দেশের যুব প্রজন্মের মধ্যে বেকারত্বের হার নিয়ে তা ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত। ওই সময় দেশের সার্বিক বেকারত্বের হার ছিল ১০.২ শতাংশ। তার মধ্যে পুরুষের হার ছিল ৯.৮ শতাংশ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ছিল ১১ শতাংশ। যেখানে ২০২২–২৩ বর্ষে সার্বিকভাবে দেশের বেকারত্বের হার ছিল ১০ শতাংশ। এক বছরে তুলনামূলক ভাবে দেশের যুব প্রজন্মের মধ্যে বেকারত্বের হার কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৬২৮৯২২১৭০০

দুর্ঘটনা

বজ্রপাতে মৃত্যু ২, জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : নদীতে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক যুবকের। জখম হয় তার এক সঙ্গী। ওই সময় রাস্তা দিয়ে সাইকেলে করে যাবার সময় মৃত্যু হয় তার। ২৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার মৌখালি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত দুজনের নাম তারিক জমাদার(২৭), গৌর মজুমদার(৫১)। জখম যুবকের নাম ফরিদ জমাদার। এদের প্রত্যেকের বাড়ি জীবনতলা থানায় এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন বিকেল থেকে জীবনতলার মৌখালি এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ মুশলধারে বৃষ্টি হতে থাকে। সেই সময় জঙ্গল থেকে মাছ ধরে মাতলা নদীতে নৌকায় করে বাড়ি ফিরছিলেন তারিক জমাদার ও ফরিদ জমাদার। তখনই বজ্রপাতে হয়ে মৃত্যু হয় তারিক জমাদারের। গুরুতর জখম হন ফরিদ। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঝোড়োর মোড়ে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে একই সময় সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন গৌর মজুমদার। সেইসময় বজ্রপাতের কবলে পড়েন। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। পরে তাঁদেরকে খুঁচিতলা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা। তিনি উদ্যোগ নিয়ে বজ্রপাতে গুরুতর জখম ফরিদ জমাদারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে বিধায়ক সওকাত মোল্লা বলেন, অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা ওই দুই পরিবারের পাশে থেকে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করব।

বাজ পড়ে জখম ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং : বাজ পড়ে গুরুতর জখম হলেন ৬ জন যুবক। ঘটনাটি মঙ্গলবার ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত বিদ্যাধরীপাড়া কলোনি এলাকায়। সেখানে তারা একটি প্যান্ডেলে কাজ করছিলেন। আচমকা বাজ পড়লে জখম হয় রানা মণ্ডল, সঞ্জিত দাস, আকাশ দাস, বাপ্পা দাস, রোহিত মণ্ডল, শ্যামসুন্দর দাস। ছয় যুবকের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া, সরিপ নগর থানা এলাকায়। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৬ যুবককে ছেড়ে দেওয়া হয়।

লোহার রড ঢুকে বালকের মৃত্যু

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : লোহার রড ঢুকে মৃত্যু হল এক বালকের। মৃতের নাম আরিফুল মোল্লা(১৪)। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা ২ পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পাড়া কলোনি এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই বালক স্থানীয় একটি বাড়ির ছাদে ঘুঁড়ি ওড়াচ্ছিল। সেই সময় আচমকা পড়ে যায়। তার শরীরের মধ্যে রড ঢুকে যায়। স্থানীয়রা ওই বালককে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য রক্তাক্ত অবস্থায় তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ওই বালককে মৃত বলে ঘোষণা করে। এমন দুর্ঘটনার খবরে ওই বালকের পরিবার শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ক্যানেলের জলে ডুবে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ময়ূরাক্ষী সাউথ ক্যানেল ডিভিশন পারুলডাঙ্গা গ্রামে ক্যানেলের জলে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় নবম শ্রেণীর ছাত্র। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। ২৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা টিম। মৃতের নাম মিলন দাস বাড়ি পারুলডাঙ্গা গ্রামে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পাথর খাদান ধসে মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঝাড়খণ্ড লাগোয়া নলহাটি থানার মহিষাগড়িয়া অবৈধ পাথর খাদানে ধসে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু হয়, গুরুতর আহত হয় আরো এক শ্রমিক। ১ অক্টোবর সকাল দশটা নাগাদ কাজ চলাকালীন পাথর খাদানে ধস। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতরা হল– মুকেশ মাল, কমল মির্ধা, রাজেশ মির্ধা। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুজোর মুখে এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

অঙ্গনওয়াড়ি নিয়োগ প্যানেল নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিয়োগ প্যানেল লিস্টে নাম রয়েছে বীরভূম জেলাপরিষদ সদস্যা তথা দুবরাজপুরের মহিলা তৃণমূল নেত্রী মুনমুন ঘোষের। মুনমুন বর্তমানে দুবরাজপুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কনট্রাকচুয়াল ক্ল্যারিক্যাল পদে কর্মরত। এতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। তৃণমূলের অন্দরে শুরু হয়েছে চর্চা। বালিজুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন এই মুনমুন ঘোষ। বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল স্বজনপোষনের রাজনীতি করছে। এরফলে ন্যায্য ও যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে স্বাস্থ্য দপ্তরের কনট্রাকচুয়াল ক্ল্যারিক্যাল পদে কর্মরত থাকার কথা স্বীকার করে মুনমুন ঘোষ বলেন, তৃণমূল করলে কি চাকরি পেতে পারি না? আমি ২০১৮ সালে আবেদন করে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে পরীক্ষায় বসে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে

অঙ্গনওয়াড়ির এই চাকরি পেয়েছি। তৃণমূলের স্বজনপোষনের অভিযোগ তুলে দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। হাইকোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। এইঘটনায় বীরভূম জেলার রাজনীতিতে রাতারাতি শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

জেটি হয়েও চালু না হওয়ায় সমস্যায় সুন্দরবনের দুটি ব্লকের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : সুন্দরবনের বহু জায়গায় এখনো পর্যন্ত যোগাযোগের মূল পথ জলপথ।আর দু বছর ধরে নদীর বুকে পড়ে নব নির্মিত জেটি, যুক্ত হয় নি স্থলভাগে।আর এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সমস্যায় দুটি ব্লকের কয়েক হাজার মানুষ।যাতায়াতের সুবিধার জন্য তৈরি করা হয়েছে নতুন জেটি, কিন্তু সেই জেটি নদীর বুকেই পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে সংযোগ নেই স্থলভাগের। ফলে বাধ্য হয়ে সেই জেটি ছেড়ে জল কাদা পেরিয়ে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।এই জেটি ঘাট দিয়ে সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ খেয়া ঘাট ও পাথরপ্রতিমা ব্লকের কুয়েমুড়ি খেয়া ঘাটে স্থানীয় মানুষজন যাতায়াত করেন।আর প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ এই জেটি ঘাট ব্যবহার করেন কয়েক হাজার স্থানীয় বাসিন্দা।এছাড়া এই জেটি ঘাট ব্যবহার করেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরাও।

নতুন জেটির কাজ শুরু হওয়ার পর আশায় বুক বেঁধেছিলেন স্থানীয়রা।কিন্তু দু'বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও নদীর বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই জেটিটি। ব্যবহার করতে পারছে না কেউই।কয়েক কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত এই জেটিটি কবে ব্যবহার করা যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

জানা গিয়েছে, ঠিকাদার সংস্থার কাজের গড়িমসির জন্য এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।এ নিয়ে জেটি দেখভাল করা এক ব্যক্তি বলেন,খুব শীঘ্রই কাজ আবার নতুন করে শুরু করা হবে। তবে ভাটার সময় খুব সমস্যা হচ্ছে স্থানীয়দের। জেটির আরও একশো মিটার সম্প্রসারণ করলে খুব ভাল হয়। জেটি পার করতে আসা এক মহিলা আসুরা বিবি বলেন, এই সমস্যায় প্রতিদিন আমাকে কাজের সুবাদে মৈপীঠ থেকে পাথরপ্রতিমায় যেতে হয়।এই জলপথে গেলে তাড়াতাড়ি হয়। জেটি তাড়াতাড়ি চালু হলে আমাদের সুবিধা হয়। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, পুজোর পরেই বাকি থাকা কাজটা শেষ করে জেটিটি চালু করা হবে।

সাপের কামড়ে আক্রান্ত শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : তীক্ষ্ণ বিষধর কালাচ সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাসতের হোগলা এলাকার শিশু ঈশান হালদার। বর্তমানে ওই শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় ও হাসপাতাল সুত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় স্কুলের কেজি ওয়ানের ছাত্র বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল, সেই সময় তার হাতে একটি তীক্ষ্ণ বিষধর সাপ কামড় দেয়। মুহূর্তে ঘুম ভেঙে যায় ওই শিশুর। সে তড়িঘড়ি সাপটিকে ধরে ফেলে। সাপ ধরে নিয়ে মামাকে দেখাতে যায়। সেই মুহূর্তে ওই শিশুর পরিবারের লোকজন সাপটিকে মারার জন্য উদ্যত হলে পালিয়ে যায়। পরিবারের লোকজন ওই শিশুকে নিয়ে পদ্মেরহাট হাসপাতালে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখান থেকে বারুইপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। পরে আবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে ওই শিশু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় সিসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, 'সাপ কামড় দেওয়ার পর শিশুটি সাপকে ধরে ফেলে। পরিবারের লোকজনকে দেখাতে যাওয়ার সময় পালিয়ে যায়। পরে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে ওই শিশু কে মোট ৩০ টি এভিএস দেওয়া হয়েছে। অবস্থা সঙ্কটজন রয়েছে।

গভীর সমুদ্র প্রাণ কাড়ল ৯জন মৎস্যজীবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা : সমুদ্রের সৃষ্টি হওয়া টর্নেডোর কবলে পড়ে ২০ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে বাঘের চর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে একটি ট্রলার উল্টে গিয়েছিল। তাতে মোট ১৭ জন মৎস্যজীবি ছিলেন। ট্রলারটির নাম ছিল এফবি বাবা গোবিন্দ।

স্থানীয় মৎস্যজীবিরা ৮ জন মৎস্যজীবিকে প্রথমে উদ্ধার করলেও, ৯ জন মৎস্যজীবি নিখোঁজ ছিল। ঘটনার ৩৬ ঘণ্টা রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর ডুবে যাওয়া ট্রলারের কেবিন থেকে উদ্ধার করা হয় আরো ৮ জনের নিথর দেহ। প্রশাসনের উদ্যোগে জম্বু দ্বীপের কাছ থেকে আরও একজন নিখোঁজ মৎস্যজীবির দেহ উদ্ধার করা হয়।

মৃত মৎস্যজীবি পরিবারের হাতে সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন সাংসদ বাপি হালদার সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ও কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা। ৯ জন মৎস্যজীবির আকস্মিক প্রয়াণে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পথ দুর্ঘটনায় ১২ পুণ্যার্থী

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : মহালয়ের পুণ্য লগ্নে গঙ্গাসাগরে স্নান করতে যাওয়ার পথে বুধবার সকালে কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার অন্তর্গত কাশীনগর এলাকার কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত হয় ১০ জন পুণ্যার্থী। মায়াপুর ইসকনের ভক্তরা চারটি অটোতে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করতে আসছিলেন। সেই সময় পুণ্যার্থীদের গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে রাস্তার পাশে মেরামতির জন্য দাঁড়িয়ে থাকা জিও গাড়িতে থেকে ধাক্কা মারে। আহতদের উদ্ধার করে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। বাকি ৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার করার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

জয়নগরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা, জয়নগর ভিউটেক এডুকেশানালসোসাইটি ও সিআইআইয়ের যৌথ উদ্যোগে ১ অক্টোবর জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা থেকে জয়নগর রথতলার ভিউটেক পর্যন্ত স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি পালন করা হল। এদিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার অফিস থেকে ঝাঁটা হাতে এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মণ্ডল, পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্যামল কান্তি মণ্ডল, সিআইআইয়ের পূর্বাঞ্চল জোনের সিএসআর হেড সৌমিক কর, জয়নগর ভিউটেক এডুকেশানাল সোসাইটির সম্পাদক দেবজ্যোতি বসু সহ আরো অনেকে। এদিন পৌরসভার সাফাই বিভাগের কর্মীরা ও ভিউটেকের ছাত্রছাত্রীরা এই সাফাই অভিযানে অংশ নেন। রাস্তার পাশে থাকা নোংরা আবর্জনার স্তূপ পরিস্কার করে পৌরসভার ময়লা ফেলার গাড়িতে তোলা হয়। ১৭ ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে এই স্বচ্ছতা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আর তাঁরই অঙ্গ হিসাবে এদিন জয়নগরে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। জয়নগর মজিলপুর পৌর শহরকে জঞ্জাল মুক্ত করাই মূল উদ্দেশ্য বলে এদিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মণ্ডল জানালেন, স্বচ্ছতা ভারতের অঙ্গ হিসাবে ভিউটেক এডুকেশনাল সোসাইটির অফিসে পৌরসভার সাফাই কর্মী ও ভিউটিকের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও করা হয়।

হ্যাম রেডিওর চেষ্টায় গুনো দা ফিরল তাঁর বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : হ্যাম রেডিওর চেষ্টায় হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি ফিরে পেল তাঁর আপনজনকে। পুজোর আর হাতে গোনা কটা দিন বাকি। নেপালটা তো এখনো মাইক লাগালো না। হঠাৎ করে এই একই কথা বার বার বলছিলেন ৭৩ এর এক বৃদ্ধ। ঠিকানা ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হাসপাতাল। মার্চ মাসের ২১ তারিখে অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রবীণ এই মানুষটি। তখন থেকেই এই হসপিটালে নাম ঠিকানাহীন ভাবে ভর্তি সে। হাসপাতালের এমএসভিপির নির্দেশে অ্যাসিসট্যান্ট সুপার সুচিস্মিতা সরকার হ্যাম রেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের কাছে খবর দেয়। আর তাঁর পরে হ্যাম রেডিও ওই নাম পরিচয়হীন ব্যক্তির পরিচয়ের সন্ধানে নেমে পড়ে। তাঁরা বহু খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারে নেপাল নামে একজন ব্যক্তি ইলেকট্রিক্যাল কাজ করে আর লাইট মাইক ভাড়া দেয়। হারিয়ে যাওয়া ওই ব্যক্তি যৌবনে ওই নেপালের সহযোগী ছিলেন। হ্যাম রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস বলেন, আমরা এরপরে খোঁজ শুরু করি নেপালের। অনেক মাইক ভাড়া দেয় এমন লোককে প্রশ্ন করি নেপাল বলে কাউকে চেনেন কিনা অবশেষে পাওয়া যায় নেপালের খোঁজ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার রবীন্দ্র নগরের রামদাস হাটি কালীতলায় বাড়ি। নেপালের অন্য এক কর্মচারী চিনতে পারেন তাদের গুনোদাকে। গুণো দাই হল এই অজিত নস্কর। যে কিনা হসপিটালে আর পুলিসকে নাম বলেছে গণেশ মণ্ডল। ওই নাম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের জানান। আমাদের কে গণেশ নামই বলেন। বিয়ে করেনি অজিত। ভাই এর ছেলে মেয়েরাই সব। তবে সে নেপাল নামটা ঠিক না বলতো তবে পুজোতে আর তাঁর বাড়ি ফিরতে হত না। সাথে নেপালের লাগানো মাইকে গান শুনতে পেত না অজিত নস্কর। অজিতের ভাই রবিন নস্কর মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার হসপিটালে গিয়ে দাদাকে জড়িয়ে ধরে আর তাঁরপরে বাড়িতে নিয়ে যায়। তাদের প্রিয় গুণোদা মহালয়ার ভোরে নেপালের মাইকে মহালয়া শোনাবে বলে। পুজো ভালো কাটুক ওদের। আর শরতের নীল আকাশের নীচে মাইকে গান বেজে উঠুক মিলনের সুর।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বারাসাত পৌরপালের দাবী মানুষ না খেয়ে মরছে লঙ্গর খানা চাই

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সারা রাজ্য জুড়ে যে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে তার প্রতিকারের দাবীতে বিভিন্ন জায়গায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সোচ্চার হয়ে উঠছেন। সম্প্রতি বারাসাত পৌর সভার চেয়ারম্যান শ্রী এম বন্দো– পাধ্যায় উত্তর চব্বিশ পরগণার অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে অবিলম্বে নূন্যতম আটটি জায়গায় লঙ্গর খানা এবং চীপ ক্যান্টিন খোলার দাবী জানিয়েছেন। শ্রী বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্যে জানা যায় ইতিমধ্যে দুজন মানুষ অনাহারে মারা গেছে। খাদ্যের আশায় গ্রামের মানুষ বারাসাত শহরে এসে হাজির হচ্ছে। এমনকি বসিরহাট থেকেও ভূমিহীন কৃষকের দল ঘরবাড়ী ছেড়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে এসে শহরে ভীড় করছে। এখনই যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া যায় তাহলে বহু লোক অনাহারে মারা যাবে।

৮ম বর্ষ, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, শনিবার, ৩৬শ সংখ্যা

ক্রাইম ডেস্ক

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি গ্রেপ্তার শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা আরজিকর ঘটনা নিয়ে যখন তোলপাড় রাজ্য তখন একেরপর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। সদ্যজন্ম থেকে ৮০ কেউ বাদ যাচ্ছে না। এক স্কুল ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক স্কুল শিক্ষককে পকশো আইনে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিউড়ি মহকুমার বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিকেটিপিপি প্রবীর সেনগুপ্ত উচ্চবিদ্যালয়ের ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয়সুত্রে জানা গেছে, ওই বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক সব্যসাচী গুপ্তকে ওই স্কুলের এক নাবালিকা ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে রবিবার বক্রেশ্বর টাউনশিপের কোয়াটার থেকে সদাইপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই বিষয়ে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মামুন হাসানকে বার বার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। বিদ্যালয়ে বার্ষিক অনুষ্ঠানের রিহার্সল চলাকালীন ২৮ সেপ্টেম্বর ওই অভিযুক্ত শিক্ষক নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। ওই স্কুল ছাত্রী বাড়িতে গিয়ে তার বাবা মাকে সমস্ত ঘটনা বলে। ছাত্রীর পরিবার সদাইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই শিক্ষককে পকশো আইনে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ শিল্প সহায়ক কর্মী ইউনিয়ন(সিআইটিইউ) বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের বিভাগীয় শাখার নেতা বলরাম চ্যাটার্জি বলেন, একটা স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে তার ছাত্রী শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছে। এ আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি? ওই অভিযুক্ত শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

গাঁজা পাচারের করিডর বোলপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ অক্টোবর সন্ধ্যায় বোলপুর আনন্দপল্লীর পূর্নিমা ঘোষের বাড়ি থেকে ২৪ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করে বোলপুর থানার পুলিশ। পূর্নিমা ঘোষ, ভোলানাথ পাল, সুমিতা ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ১ অক্টোবর রাতে বোলপুর আইসি নেতৃত্বে বোলপুর থানার পুলিশ একটি সাদা রঙের সুইফট ডিজায়ার গাড়ি বোলপুরের অন্নদাপল্লী থেকে আটক করে। তল্লাশির সময় গাড়ীর ডিকি থেকে ১৪১ প্যাকেটে ১৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে বোলপুর থানার পুলিশ বোলপুরের বিবেকানন্দ পল্লীর একটি বাড়ি থেকে ৬৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। রাম পোদ্দার, মালা পাশওয়ান ও আশা স্বর্ণকার এই তিনজনকে গাজার অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাহলে কি বোলপুর শহর গাঁজা

বাংলা হল ধ্রুপদী

প্রথম পাতার পর

সংখ্যা কমাবে না, সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়াবে না, চালু হবে না দৈনন্দিন কাজকর্মে, হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার, বাংলা তারিখের কদর বৃদ্ধি হবে না, বাংলা ঠিকঠাক না বলে গড়গড় করে ইংরেজি বললেই খুশি হবেন অভিভাবকরা। তাই বাংলার 'ধ্রুপদী' উপাধি প্রাপ্তি নিয়ে যতই রাজনৈতিক আকচা আকচি চলুক না কেন বর্তমান বাঙালির দ্বারা বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়। এখানে বাংলা প্রীতিকে ঢাল করে ইংরেজির আরাধনায় মদত দেওয়া হয়, এখানে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়কে সবদিক থেকে দুর্বল করে ইংরেজি মাধ্যমের প্রসার ঘটানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, এখানে মাতৃ ভাষায় পরীক্ষা দেবার আইন চালু করে বাংলা ভাষার বই প্রকাশ পায় না। ২০০ বছরের ইংরেজ শাসন আমাদের শিখিয়েছে বাংলা নিয়ে যতই আদিখ্যেতা করো না কেন ইংরেজিই তোমায় গোলাম করে রাখবে। এর থেকে বেরোবার উপায় নেই। তবু এই ধ্রুপদী তকমা যদি অবশেষে বাঙালিকে তার ভাষা নিয়ে দায়িত্বশীল করে তোলে তবেই এই স্বীকৃতি সার্থক হবে। অন্যথায় এর দাম নেই কানাকড়িও।

গর্তে ভরা রাস্তায় দিশেহারা মানুষ

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : কথায় আছে গ্রাম বাংলার রাস্তা না কি একবার খারাপ হলে যতক্ষণ না বড় বড় গর্ত হচ্ছে তা সারানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না। কতটা ঠিক কতটা ভুল যা আমজনতাই জানে। এক কথায় বলতে গেলে হাওড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার যে করুন অবস্থা তা বলাই বাহুল্য। এমনি এক রাস্তা হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মুন্সিরহাট চাঁদনী মোড় থেকে নিমতলা পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা দেখলে চোখে জল চলে আসবে। নিত্য যাত্রীদের ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, এই রাস্তা বেশ কিছুদিন ধরে বেহাল দশা। সঠিক

সময়ে যদি সারানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হত তাহলে রাস্তায় এমন বড় বড় গর্তে পরিনত হত না। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রী কিংবা অসুস্থ মানুষ এই রাস্তা দিয়ে জীবন হাতে করে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে। মুন্সিরহাট চাঁদনী মোড় থেকে কিছুটা দূরে রয়েছেন দর্শনীয় স্থান লোকনাথ বাবার মন্দির। যা দর্শন লাভ করতে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে প্রতিদিন। তাই এই রাস্তাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। মূলত এই রাস্তা দিয়ে লরি, টেকার, টোটো ও ছোট বড় বিভিন্ন গাড়ি যাতায়াত করে। যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড় দূর্ঘটনা। আর কদিন বাকি বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো দূর্গা পুজোর সকলকে এই রাস্তা দিয়ে জীবন হাতে করে যাতায়াত করতে হবে। এখন দেখার প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলকে জন্য এই রাস্তা সারানোর খুশির খবর আসে কি না।

নিম্নচাপে বাজার খারাপ, চিন্তায় শোলা শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দিরবাজার: নিম্নচাপের প্রভাবে এবারের পুজোটা কিছুটা ম্লান হলেও এই পুজোর আগে মন্দিরবাজারের মহেশপুরে সকলের মুখে হাসি ফোটায় শোলার ফুল। এই গ্রামের ৮০ শতাংশ মানুষ শোলার কাজের সঙ্গে যুক্ত। শোলার তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরির পর তা পাঠানো হয় বাইরে। এই গ্রামের বিশেষত্ব শোলা। পুজোর আগে এই শোলা গ্রামে চলছে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা।মন্দির বাজারের মহেশপুরের অধিকাংশ বাসিন্দা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। শোলার ফুল, গয়না তৈরি করেন তাঁরা। মহেশপুরের আশেপাশের আর ও ৪ থেকে ৫ টি গ্রামে এই কাজ হয়।

শোলা শুকনো করা থেকে শুরু করে শোলা কাটা সহ একাধিক কাজ করেন তারা। শুধুমাত্র ফুল নয় সেখানে তৈরি হয় বিভিন্ন খেলনা, পাখি,মুকুট সহ আরও অনেক জিনিস। এ বিষয়ে স্থানীয় শোলা শিল্পী শুকদেব হালদার জানান,গ্রামের মানুষ জনের উপার্জনের প্রধান মাধ্যম শোলার কাজ। এই কাজের চাহিদা রয়েছে সর্বত্র।সারাবছর এই শোলার কাজ চলে এলাকায়। তবে পুজোর সময় শোলার কাজ বেশি হয়।এ ব্যাপারে রমেন ঘোষাল, নিমাই হালদার, হরিপদ হালদার সহ কয়েকজন শোলা শিল্পী বলেন, গ্রামের সবাই শোলার বিভিন্ন রকমের কাজ করেন। এটাই আমাদের প্রধান রোজগার। এবছর ক্রমাগত বৃষ্টি ও কলকাতার তিলোত্তমার ঘটনার জেরে অনেক পুজো কমিটি পুজোর বাজেট কিছুটা কাঁটছাট করেছে। তাই কিছুটা হলেও ভারাক্রান্ত আমতা।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ৫ অক্টোবর – ১১ অক্টোবর, ২০২৪

দুর্গতিনাশিনী

শরতের মেঘের মতই ভাল লাগা মন্দ লাগাকে সঙ্গে করে বাংলার দুয়ারে আগমনীর বার্তা, দুর্গাপুজোর বাজনা বেজে উঠেছে। ইট, কাঠ, পাথরের শহর কলকাতায় কাশফুলের ভীড় তেমনভাবে দৃষ্টিগোচর না হলেও গ্রাম বাংলার প্রান্তরে কাশফুলের সমারোহ। বানভাসি কোন কোন জেলাগুলি ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক সময়ে আরজি কর হাসপাতালের দুঃখজনক ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে যে বিক্ষোভ –আন্দোলনের ঢেউ বাংলার জেলা শহর এবং কলকাতা মহানগরীতে আছড়ে পড়েছিল তা সাময়িক হলেও কিছুটা স্থিতিশীল।

প্রতিবেশী দেশের অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক মিছিল দেশের মানুষের মনকেও মেঘাছন্ন করছে। কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় ধর্ম হচ্ছে বর্মের মত সহনশীল। অন্য ধর্মের মানুষকে শ্রদ্ধা করলে নিজ ধর্মের মহত্ত্ব বাড়ে–এ শিক্ষা আজ জরুরী। যখন এপার বাংলা মাতৃ আরাধনায় উৎসবে আলোকিত হবে তখন ওপার বাংলার উৎসবে কিছু মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে এমনটা কোন সুষ্ঠ সমাজ অনুমোদন করে না। প্রত্যাশা করা যায়, এপারে যেন কোন অজুহাতেই সে পরিস্থিতি তৈরি না হয় যেখানে সে দেশের সংখ্যালঘুদের উপাসনা স্থল কলুষিত হয়।

আনন্দময়ী মা–এর আগমন আশ্বিন মাসে, আর এ মাসেই আজ থেকে আটান্ন বছর আগে মানুষের হয়ে মানুষের কথা বলার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল আলিপুর বার্তা পত্রিকা। আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে আলিপুর বার্তা পত্রিকা ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রাণ পুরুষ বঙ্গবীর তরুণ ভূষণ গুহ অপ্রকট হন। সৎ ও সংগ্রামী সাংবাদিকরা নজির সৃষ্টি করে তাঁর স্থুল শরীর চোখের অন্তরালে চলে গেলেও আজ তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকা আরো পল্লবিত হয়েছে। তাঁর রোপিত সে দিনের তরুদলে আজ বৃহত্তর আলিপুর বার্তা পরিবার তারা বাংলায় শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে। শুধু সাংবাদিকতায় নয়, সাহিত্যে, সংস্কৃতি, সমাজসেবায় নিত্য নতুন ভাবনার দিগন্তে এসেছে নব প্রজন্মের অভিযাত্রীরা।

আলিপুর বার্তা পত্রিকার সকল সদস্য, পাঠক, পাঠিকা, বিজ্ঞাপণদাতা সকলের কাছে মঙ্গলময় হয়ে উঠুক দুর্গোৎসব। সারা বছরের দৈনন্দিতার কিছু অবকাশে নির্মল হোক সমাজ। জগৎজননী মা দুর্গার কাছে সকলের প্রার্থনা, আর যেন আর জি করের মত কোন ঘটনা না ঘটে, প্রকৃত দোষীরা যেন শাস্তি পায়। বাংলায় কর্মসংস্কৃতির জোয়ার আসুক। সাধারণ মানুষ জীবিকায় স্বস্তি পাক। শিক্ষায় যেন দীক্ষা থাকে, বুদ্ধি যেন শুদ্ধ হয়। আসুরিক অন্ধকার আলোকিত হোক তিমিরনাশিনী মা দুর্গার আরাধনায়। সবাই সুস্থ থাকুন। সবার মঙ্গল হোক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

জ্ঞানের উদয়ে দুই–এক এই সত্তা লোপ পেলে ধর্মাধর্মও থাকে না। পরমাত্মা দ্বৈত ও অদ্বৈত কিছুই নয়, ধর্মশূন্য। কিন্তু ধর্মশূন্য হয়েও তিনি দুই ধর্মেই ধর্মান্বিত হয়ে অবস্থান করেন। জল ও জলের দ্রাব্য যেমন অভিন্ন, তেমনভাবে তিনি ঐ আত্মতত্ত্ব হতে অভিন্ন। বস্তুতঃ দ্বৈত অদ্বৈত হতে পৃথক নয়। তত্ত্বজ্ঞান উদিত হলে ভেদ–অভেদ লুপ্ত হয়ে ভেদাতীত পরমস্বরূপে স্থিতি লাভ হয়। সুতরাং সর্বসাক্ষী চিদাত্মরূপ অণুতে যে দৃশ্য–দ্রষ্টা–দর্শন এই ত্রিবিধ ভাব তা প্রকৃত নয়, বরং তা যে কল্পনাপ্রসূত, তা বুঝে নাও। অঘটন–ঘটন–পটিয়সী মায়ার অদ্ভুত শক্তিতে অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে বিশাল জগৎ দেখা যায়, যদিও তা মিথ্যা তবু সেই মিথ্যা জগৎকে সত্য মনে হয়। কিন্তু যিনি দ্বৈত জগৎকে অদ্বৈত দেখেন, তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা। দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুইয়ের কোনটিই তত্ত্ব নয়, কোনটিই উৎপন্ন নয়, অনুৎপন্নও নয়, এদের সত্তা নেই, অসত্তাও নেই। একমাত্র চিৎ বর্তমান, তা ভিন্ন অন্য সকলই সেই চিতের ব্যবহার–পরায়ণতা মাত্র। পরমাণু অতি সূক্ষ্মতার কারণে দৃষ্টির অগোচর হলেও বুদ্ধিগ্রাহ্য। কিন্তু পরমাত্মা দৃষ্টি, বুদ্ধির অতীত, অতীব দুর্লভ্য, দুর্জেয়। পরমাণুস্বরূপ সেই পরমাত্মায় কোটি কোটি মন্দর–মেরু অবস্থিত। সর্বব্যাপী সেই পরম পরমাণুতে আকাশ–নগরের মত যে বিশ্বপ্রপঞ্চ দেখা যাচ্ছে, তা বিচিত্র আকৃতিসম্পন্ন দেখা গেলেও শূন্য ভিন্ন কিছু নয়। এই ভাবে দেখতে সক্ষম হলে জগৎ দ্বৈতভাবহীন এবং পিন্ডীভূত পরমার্থরূপে প্রতিভাত হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

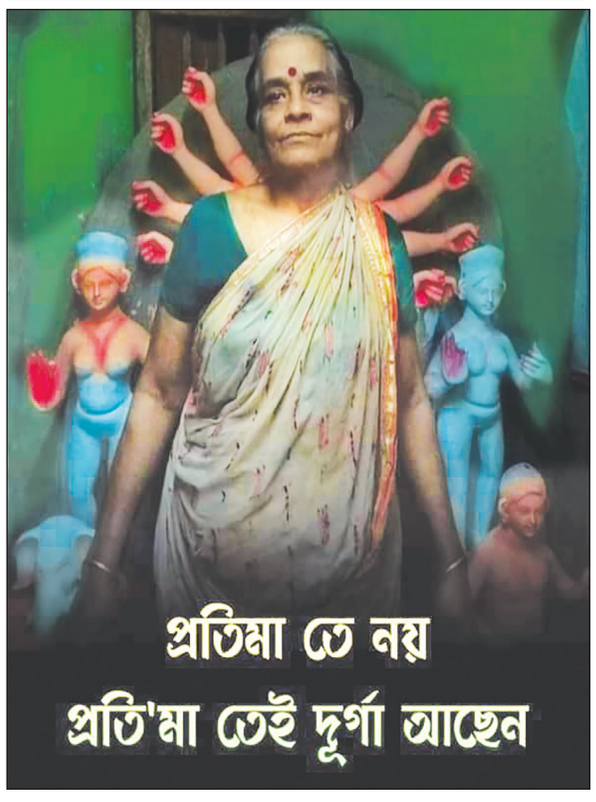

'মানুষের অধিকার কাড়তে দেব না আর' এই হোক দিশাহীন বাঙালির নতুন দিশা

নির্মল গোস্বামী

জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলনে সাময়িক ছেদ টেনে কাজে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু নাগরিক সমাজ আন্দোলনে রাশ টানতে নারাজ। রোজই কোন না সংগঠনের নামে মিছিল সংগঠিত হচ্ছে আরজি করের বিচারের দাবীতে। নাগরিক সচেতনতার যা রূপ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তা স্মরণাতীত কালে বাংলায় দেখা যায়নি। আবার দীর্ঘ তৃণমূল

শাসনে বাংলায় একের পর এক দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হয়েছে। তা নিয়ে ভোটের রাজনীতির বাজার গরম হয়েছে। কিন্তু তার আঁচ বোধ হয় শাসক দল বা জন সাধারণকে তেমন ভাবে নাড়া দেয়নি। তাই যতই দুর্নীতির তত্ত্ব তল্লাস করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ততই শাসক দলের ভোট শতাংশ বেড়েছে। এটা ভবিষ্যতে সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয় হতে পারে। যদি তা হয়– তাহলে প্রথম জিজ্ঞাসা হবে, বাঙালী এতো দিন নীবর হয়ে রইল কেন?

এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের বাম রাজত্বের নস্যুইয়ের দশক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। রাজ্যে তিনটি নির্বাচন পার করার পর বামফ্রন্টের কাছে নতুন কোন দিশা ছিল না যা দিয়ে কর্মীদের তত্ত্বগত ভাবে অর্থাৎ আদর্শগত ভাবে উজ্জিবিত করা যায়।

শোষণমুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে, শ্রমিক–কৃষকদের সমাজ বদলের গান শুনিয়ে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণ–তান্ত্রিক বিপ্লবের আশা জাগিয়ে বামফ্রন্ট ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেছিল। ক্ষমতায় এসে ভূমিসংস্কার ছাড়া আর কোন সামাজিক সংস্কার বামফ্রন্ট করেনি। সরকারি ক্ষমতায় বিকেন্দ্রীকরণ করে ছিল ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করে। এর পর কি? রাশিয়া সহ পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ল। আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রীরা দিশাহীন হয়ে গেল। তারা এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকেই মেনে নিয়ে দু একটা রাজ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেষ্টা করতে লাগল। ইতিহাসের শিক্ষা, একটা আদর্শ বা বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জীবন বাজি রাখতে পারে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতায় লড়াই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এই দিন বদলের প্রবাহে নেতা থেকে কর্মী এমনকি জনসাধারণের একটা বড় অংশ অবগাহন করে শুদ্ধ হয়, সূচী হয়। যারা দেশের জন্য জীবন দিতে তৈরি তারা নিশ্চয় ভোগ বিলাসের তোয়াক্কা করে না। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের হিসাবও করে না। যা বিশ্বাস করে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করাই ধ্যানজ্ঞান। এই ভাবে দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ একদল নেতা কর্মী যেমন তৈরি হয়, আবার তাদের ত্যাগ–তিতিক্ষা দেখে জনগণও উদ্বুদ্ধ হয়। তাই প্রাক–স্বাধীনতা যুগে যেমন বিপ্লবী নেতা জর্মী তৈরি হয়ে ছিল ঠিক তেমন ভাবে জনগনও সৎ–নিষ্ঠাবান হয়ে উঠে ছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তরে তার ছাপ পড়ে ছিল। স্বাধীনতার এক দুই দশক পরেই শাসক দলও দিশাহীন হয়ে পড়ল। নেতা কর্মীরা ভোগ বিলাসের মত্ত হল ক্ষমতার মদগর্বে।

ঠিক এইভাবেই বঙ্গের বাম রাজত্বের সময়ে আদর্শের বন্ধ্যাত্ব এলো। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা আর শোনা গেল না। নেতা কর্মীদের তৈরি করার মন্ত্র কোথায়? আদর্শের স্রোত যখন বন্ধ হয় তখন সমাজ নদীতে পলি পড়ে। জল বিষাক্ত হয়, তাতে কীটের জন্ম হয়। সেই কীট হল ব্যক্তিগত ভোগ–লালসা। তাকে চরিতার্থ করতে গেলে ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে যে কোন প্রকারে। জন সমর্থন যত কমতে লাগল ততই ভোটে জিততে মরিয়া হয়ে কারচুপি ভিন্ন ভিন্ন কৌশল আবিষ্কারে মগ্ন হল। কৌশল যেখানে কাজ করত না, সেখানে চোখ রাঙানি, শাসানি এলো। তাতেও যেখানে কাজ হল না বুঝল সেখানে বুথ দখল, বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোটের আমদানি করা হল। ক্ষমতার মৌরসী পাট্টা পেতে তারা গোটা সমাজকে রাজনীতিকরণ করল। ভোট জালিয়াতি যখন থেকে বাঙালী মেনে নিতে শুরু করল তখন থেকেই তার অধঃপতন শুরু হল। এই যে চোখ রাঙিয়ে মানুষের গণ–তান্ত্রিক অধিকার কাড়া যায়– এই অনুশীলনই ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রশাসন আর শাসক মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। মানুষ একটা সময়ে পরিবর্তনের ডাকে সাড়া দিল। সরকার বদল হল কিন্তু মহৎ আদর্শে জনগণ সম্পৃক্ত হল না। শুধুমাত্র গদিয়ান মানুষের পরিবর্তন হল। সামাজিক–সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিছুই পরিবর্তন হল না। প্রশাসন ও মনিব পালটাল মাত্র। কামিয়ে নাও, করে খাও– এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল থেকে নেতা কর্মীরা তৃণমূলে ভিড় করল। মানুষ চেয়েছিল কিছু না হোক ভোট সন্ত্রাসটা অনন্ত বন্ধ হবে। ওমা আরো জেঁকে বসল সন্ত্রাস। তিন ধরণের সন্ত্রাসের আর্বিভাব হল। ভোট পূর্ববর্তী, ভোটের দিন আর ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস চালু হল। তৃণমূলের রাজত্বে এই সন্ত্রাস সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল থেকে শুরু করে সরকারের সর্ব বিভাগে হুমকি আর তোলাবাজীর হিড়িক পড়ে গেল। সরকারি এক একটা দপ্তর যেন এক এক জনকে লিজ দেওয়া হল। এটাই হবার ছিল। তৃণমূল দলের কোন রাজনৈতিক আদর্শ নেই। পিসি ভাইপোর জয়ধ্বনি করা আর কাট আউট লাগানো ছাড়া কাজ নেই।

এই দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাঙালি মূক ও বধির থেকেছে। বরং বলা যায়, পরিস্থিতি তাদের থাকতে বাধ্য করেছে। গো–বলয় থেকে যখন ভোট সন্ত্রাস বিদায় বিল তখন বাংলায় তা জাঁকিয়ে বসল। –সারা ভারতের পথ প্রদর্শক বাংলা নিজেই পয় ভ্রস্ট হল। দিনগত পাপক্ষয় করে চলা। এ যেন জেনে শুনে বিষ পান করা। এখানে বিষ নয়, স্বার্থের মদ পানে তার সকলেই বুঁদ হয়ে রইল। যা চলছে তা চলুক। আমি গা বাঁচিয়ে ঠিক চলে যাব।

এই অবস্থায় হঠাৎ করে যেন ফিনিক্স পাখির মতো ছাই থেকে জেগে উঠল ডাক্তারি ছাত্র সমাজ। আরজি করের ঘটনায় সকলে সাড়া দিল। ছাত্রদের পাশে নাগরিক সমাজ জড়ো হল। দেখে মনে হল পূর্ব আকাশের গায়ে একটা রক্তিম আলোর ফুটকি। নতুন আদর্শে হোক মানুষের অধিকার রক্ষা। যে আদর্শের অভাবে–দিশাহীন হয়ে পড়ে ছিল সকলে সেন্ট আদর্শের নতুন আলোর বার্তা নিয়ে রাতবিরেতে পথে ঘটে জড়ো হল। হাসপাতালের অব্যবস্থা, শিক্ষার অব্যবস্থা যেমন দূর করতে হবে, তেমনি ভোট সন্ত্রাস বন্ধের জন্য পথে নামতে হবে। কোন দলের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের জন্য আরজি করের বিচার চাই। আন্দোলনকে আরো বহুবিধ ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হবে। তবেই হবে জন জাগরণ। তবে ভয় পাবে স্বার্থনেস্বী শয়তানরা।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন লিখিত আইন

সিদ্ধার্থ সিংহ

১৯০১ সালে এলামিদের প্রাচীন রাজধানী সুসায় খননকার্য চালানোর সময় মাটির তলা থেকে আবিস্কৃত হয় ১২টি পাথরের টুকরো। তাতে আক্কাদীয়ান ভাষায় খোদাই করে লেখা ছিল মোট ২৮২টি বিধান। এই বিধানগুলোকেই পৃথিবীর সব চেয়ে প্রাচীন লিখিত আইন হিসেবে গণ্য করা হয়। বলা হয়—দ্য কোড অব হাম্বুরাবি।সেই আইন সংহিতায় প্রথমেই লেখা ছিল—আমি হাম্বুরাবি। স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে এখানে সম্রাট করে পাঠিয়েছেন।আমিই ব্যাবিলনের প্রথম ইউফ্রেতিস অঞ্চলের বিজয়ী বীর।

তার পরেই লেখা ছিল সেই মোক্ষম বাণী— আমি আমার দেশের জনগণের জন্য প্রদান করলাম ন্যায়নীতির এই মন্ত্র। যে আমার তৈরি করা এই আইন অমান্য করবে বা অবমাননা করবে, তার ওপরে স্বয়ং ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসবে।

যিনি এটা দাবি করেছিলেন, সেই হাম্বুরাবি তাঁর ৪২ বছরের রাজত্বকালে গোটা ব্যাবিলনে স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর সে জন্যেই তিনি যখন নিজেই নিজেকে প্রজাদের পিতাবলে ঘোষণা করেছিলেন, তখন সবাই সেটা একবাক্যে মেনেও নিয়েছিলেন। কারণ সবাই তাঁকে মান্যি করতেন। না, শুধুমাত্র যুদ্ধ জয় বা সুশাসনের জন্যেই নয়, তাঁকে সবাই মান্যি করতেন তাঁর কোড নামের এই আইন রচনার জন্য। যেটা তাঁকে পরবর্তীকালে পৃথিবীজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

কী রকম ছিল তাঁর সেই আইন–কানুন? জানতে হলে, তাঁর তৈরি করা মাত্র কয়েকটি ধারা তুলে ধরলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, কত ভয়ঙ্কর ছিল সেই বিধান।

তাঁর রচিত ফৌজদারি আইন ছিল মূলত প্রতিশোধমূলক। অঙ্গহানির বিপরীতে অঙ্গহানি। মৃত্যুর বদলে মৃত্যু। মানে, কেউ যদি কারও একটা আঙুল কেটে নেয়, তা হলে যে কেটেছে, তারও একটা আঙুল কেটে ফেলা হবে। কিংবা কেউ যদি কাউকে খুন করে থাকে, তা হলে তাকেও খুন করা হবে, এটাই ছিল বিধান।

তাঁর আইন সংহিতার ১৯৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনও সন্তান যদি তার বাবাকে আঘাত করে, তা হলে যে হাত দিয়ে সে আঘাত করেছে,সেই হাত কেটে ফেলা হবে।

১৯৬ নং ধারাটি আবার কিছুটা বৈষম্যমূলক। পক্ষপাতদুষ্টও বলা যেতে পারে। যেমন, কোনও সাধারণ নাগরিক যদি কোনও অভিজাত লোকের চোখ নষ্ট করে দেয়, তা হলে তার শাস্তি হিসেবে ওই সাধারণ নাগরিকের চোখও উপড়ে ফেলা হবে। আবার ওই একই কাজ যদি কোনও অভিজাত লোক করে, তা হলে সেই লোকটি কিন্তু মুচলেকা দিয়ে অনায়াসে ছাড়া পেয়ে যাবে।

২০৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, দুজন লোক যদি একে অপরের সঙ্গে মারপিট করে, আর তাতে যদি কেউ গুরুতর আহত হয়, তা হলে আহতের দাবি মতো পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিলেই,

যে আঘাত করেছে সে রেহাই পেয়ে যাবে।

২১০ নং ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনও লোক গর্ভবতী মহিলাকে আঘাত করে এবং সেই আঘাতের কারণে যদি সেই গর্ভবতী মহিলা মারা যায়, তা হলে আঘাতকারীর মেয়েকে জনসমক্ষে হত্যা করা হবে।

তাঁর রচিত পারিবারিক আইনও ছিল ভারী অদ্ভুত। ১২৯তম ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনও বিবাহিত নারী কোনও পরপুরষের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে, তা হলে সেই পুরুষ এবং নারীকে বেঁধে একসঙ্গে জলে ডুবিয়ে মারা হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ক্ষমা করে দেয়, তা হলে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার জন্য কেবলমাত্র ওই পুরুষটিকেই সেই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১৫৯–১৬০ ধারায় বলা হয়েছে, বিয়েতে পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ উভয়ই উভয়কে যৌতুক প্রদান করতে হবে। এবং বিয়ের আগেই তা পরিশোধ করে দিতে হবে।

আবার এক জায়গায় বিধান দেওয়া হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বাস্থ্যের দিক থেকে দুর্বল হয়, তবে তার স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীর পাশাপাশি একজন উপপত্নীও রাখতে পারে। এই উপপত্নী স্ত্রী হিসেবে গণ্য না হলেও, তার গর্ভের সন্তান কিন্তু ওই স্বামীর সন্তান হিসেবেই সামাজিক স্বীকৃতি পাবে।

এই আইনে সন্তানদের উপরে বাবার অধিকার দেওয়া হয়েছে সব চেয়ে বেশি। এমনকী, বাবা যদি চায়, সে তার সন্তানকে বিক্রিও করে দিতে পারে।

আইন সংহিতার ১৯২ নং ধারায় লেখা রয়েছে, কোনও পালক সন্তান যদি কখনও রেগে গিয়েও তার মাকে বলে, তুমি আমার মা নও, তা হলেও শাস্তি হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে তার জিভ কেটে নেওয়া হবে।

হাম্বুরাবির কোড–এ লুঠ সংক্রান্ত আইনের ২২ এবং ২৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনও ডাকাত যদি ডাকাতি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়, তা হলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। আর যদি ডাকাত ধরা না পড়ে, তা হলে যার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে, তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে শহরের গভর্নর।

২১ নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনও চোর যদি চুরি করার সময়ে ধরা পড়ে যায়, তা হলে যেখানে ধরা পড়বে, সেখানেই গর্ত খুঁড়ে তাকে পুঁতে ফেলা হবে। এমনকী, মন্দির বা আদালতের সম্পদ চুরি করলেও এই একই বিধান ছিল হাম্বুরাবির আইনে।

এগুলোকে এখন যতই অদ্ভুত এবং অমানবিক মনে হোক না কেন, সে সময়ে কিন্তু পৃথিবীর সব চেয়ে প্রাচীন লিখিত এই আইনকেই সমর্থন করত সবাই এবং অক্ষরে অক্ষরে তা পালনও করত।

দেশ দেশান্তরে

দুর্গাপুজোয় মাতোয়ারা বাংলাদেশের কালীগঞ্জ

দেবাশিস রায়

সম্প্রতি, অপ্রত্যাশিত প্রশাসনিক পটপরিবর্তনের কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই একাধিক উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা দুর্গাপুজোয় মেতে উঠলেন। একাধিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, খুলনা, যশোর, নাটোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, সাতক্ষীরা, বরিশাল, ঘোলা, দিনাজপুর, মাগুরা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরের পাশাপাশি অসংখ্য গ্রামে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি এই মুহূর্তে কার্যত তুঙ্গে। বুধবার মহালয়ায় পিতৃপক্ষের অবসান হতেই সর্বত্র প্রতিমা সহ মণ্ডপসজ্জার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। সেইসঙ্গে হাটবাজারে পুজোর কেনাকাটা সহ ঘরে ঘরে নারকেল ও তিলের নাড়ু, খৈ এবং মুড়ির মোয়া তৈরিতে চূড়ান্ত ব্যস্ত মহিলা মহল। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাকামী মৌলবাদী শক্তিগুলি ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠে যখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনকে ছিন্ন করতে তৎপর ঠিক তখনই যাবতীয় অশুভ শক্তির বিনাশার্থে আগমনীর আরাধনায় মগ্ন হল সেদেশের হিন্দুসমাজ। বাংলাদেশের কালীগঞ্জ থানা এলাকার দুর্গাপুজোর আয়োজন সারাদেশের মধ্যে অন্যতম। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালীগঞ্জ পৌরশহর সহ বিনোদপুর, কোলাবাজার, কাদিরডাঙা প্রভৃতি এলাকা মিলে শতাধিক দুর্গাপুজো হয়ে থাকে। নজরকাড়া প্রতিমা, বাহারি আলোকসজ্জা, অতিথি আপ্যায়ণ, রামায়ণ গান, কীর্তন, কবিগান, প্রসাদ বিতরণ, ধুনুচিনৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। কমবেশি আয়োজনে এবারও যার অন্যথা হয়নি। দুর্গাপুজোর এই কয়েকটা দিনের জন্য তাঁরা সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন বলে কালীগঞ্জ এলাকার বাসিন্দারা জানান।

অন্যস্বাদ

পুজোর আগে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি: বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব,আনন্দ উৎসব– দুর্গোৎসব। এই উৎসবের দিনে ব্যাথিত মানুষের মুখে হাসির রেখা স্পষ্ট করে তুলতে সিউড়ি ২ নং ব্লকের সাজিনা প্রগতি সংঘের ব্যবস্থাপনায় বুধবার মহালয়ার দিনে দুঃস্থ মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। সাজিনা প্রগতি সংঘ দুর্গাপূজোর আয়োজন করে না কিন্তু এলাকার প্রায় ১০০ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে এই পুজোর আনন্দকে ভাগ করে নেবার চেষ্টা করে আসছে। প্রগতি সঙ্ঘের এই মানবিক কাজে এলাকার মানুষ খুবই খুশি। স্থানীয় মানুষজন আর্থিকভাবে সাহায্য করে কেউবা নতুন বস্ত্র কিনে দেয় প্রগতির মহতী কাজে সামিল হতে। সাজিনা পাবলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপ্লব নায়েক, বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষক চন্দন মণ্ডল, প্রগতি সংঘের সম্পাদক গৌতম পাল ও সভাপতি অরুণ চ্যাটার্জী, অম্বরনাথ মুখার্জি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শিলিগুড়ি: গতকাল শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি উদ্যোগে মহারাজ উপলক্ষে প্রায় ৪০০ জনকে শাড়ি এবং ধুতি দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এদিনের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক স্বামী বিশ্বধরানন্দ প্রমুখ এইরকম প্রয়াস প্রতি বছরই হয়ে থাকে পুজোর মুখে দুষ্ট ব্যক্তিরা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে নতুন বস্ত্র পেয়ে তারা ভীষণভাবে আপ্লুত। এবং অনেকেই বলেছেন তাদের মুখে হাসি ফুটাতে পেরে অনেকের রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিদের কুর্নিশ জানিয়েছেন।

ক্যানিং: মঙ্গলবার শুভ মহালয়ার প্রাক্কালে পথকলীর ছাত্র–ছাত্রীসহ সুন্দরবনের ৩৫০ জন সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরকে নতুন বস্ত্র ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিয়ে শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে সামগ্রিক আর্থিক সহায়তা দান করেন আমেরিকান প্রবাসী বাঙালি ইন্দ্রানীল সেন, মানস দাস, কিংশুক চ্যাটার্জী, সমীর কবিরাজ। ব্যবস্থাপনায় কর্নেল ভুপাল লাহিড়ী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক বিবেকানন্দ পাল।

উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষাব সুষমা মণ্ডল, নফরগঞ্জ বৈদ্যনাথ বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন শিক্ষক মনোরঞ্জন পয়ড্যা, বিশিষ্ট আইনজীবী ও কবি সমর বিশ্বাস, বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের সহ–সম্পাদক এবং কবি মানিক চন্দ্র মণ্ডল। অভিভাবক অভিভাবিকা ও সচেতন নাগরিকবৃন্দ। এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেনন ননী গোপাল সরদার।

জয়নগর: আপামর বাঙালির সেরা উৎসবের মুখে অনাথ শিশু ও অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পাশে এসে দাঁড়ালো স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্ট সার্ভিস এসোসিয়েশন অরফে সাটসা। সাটসার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য তথা জয়নগর ১ নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা মহাদেব বারুই–এর উদ্যোগে রবিবার জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রথতলা এলাকায় জন্মভূমি অনাথ আশ্রমের ৬৫ জন অনাথ শিশু ও অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হাতে নতুন পোশাক, বিভিন্ন ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও শীতের কম্বল তুলে দেওয়া হল। পাশাপাশি তাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থাও করা হয়। এদিনের এই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাটসার রাজ্য সহ সভাপতি গৌতম মণ্ডল, দ:২৪ পরগনা জেলা সভাপতি স্বরুপ মণ্ডল, কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য সুকান্ত কর্মকার, মনোরঞ্জন কুমড়ি, জেলা সম্পাদক প্রীতম নন্দী, জেলা কমিটির সদস্য মহাদেব বারুই,জন্মভূমি অনাথ আশ্রমের সম্পাদক রত্নাকর হালদার সহ আরো অনেকে। মহাদেব বাবু বলেন, পুজোর আগে কিছু অসহায় মানুষদের হাতে কিছু তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে। জন্মভূমি অনাথ আশ্রমের সম্পাদক রত্নাকর হালদার সাটসার সদস্যদের তাদের পাশে থাকার জন্য অভিনন্দন জানান।

দার্জিলিংয়ে বোনাসের দাবিতে চা–শ্রমিকদের ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ৩০ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার চা শ্রমিকদের সকল সংগঠন একত্রিত হয়ে চা বাগানের বোনাসের দাবিতে ১২ ঘণ্টা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। এই ধর্মঘট অত্যন্ত সফলতার সাথে পালন করলো চা শ্রমিকেরা এবং পার্বত্য এলাকার মানুষেরা। মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে পাহাড়ে এই সম্মিলিত ধর্মঘট দেখে গেলেন। পাহাড়ে চা শ্রমিকদের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধরে নানা সংগঠন কাজ করছে কিন্তু চা শ্রমিকদের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার পূর্বে প্রথম যে সংগঠন তৈরি হয়েছিল চা মজদুর ইউনিয়ন, এআইটিইউসি নেতৃত্বে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর নানা কারণে কর্মীদের অভ্যন্তরে তার শক্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিন বছরে ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে করতে এআইটিইউসি চা শ্রমিকদের অভ্যন্তরে তার জনপ্রিয়তা তৈরি করতে শুরু করে। এআইটিইউসি মনে করে চা বাগিচা শ্রমিকদের যেকোনো রকম আন্দোলনে মালিকপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বাগানের শ্রমিকরা প্রতিনিধিত্ব করুক– সে সংগঠনের নেতা হতে পারে কিন্তু অবশ্যই সে যেন বাগানের শ্রমিক হয়।

এর আগে কোনদিন শোনা যায়নি এই প্রথম পাহাড় এবং সমতলের বোনাসের শতাংশে যে পার্থক্য তৈরি করা হচ্ছে তার অত্যন্ত নিন্দনীয়। এআইটিইউসি, দার্জিলিং জেলার সহ–সভাপতি নরেন্দ্রপ্রধান সকাল থেকে রোহিনী টোলগেটে যে অবস্থান চলেছে সেখানে উপস্থিত হয়ে সামগ্রিকভাবে সকল সংগঠনের সাথে এই ধর্মঘটকে সাফল্যমন্ডিত করবার ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগামী ১ ও ২ অক্টোবর সমস্ত চা বাগানে দপ্তরের সামনে শ্রমিকরা ধর্না দেবে। তাদের একটাই দাবি ২০ শতাংশ বোনাস চাই। এই ধর্মঘটের অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন এআইটিইউসি দার্জিলিং জেলা সম্পাদক পার্থ মৈত্র, সিটু রাজ্য নেতৃত্ব সমন পাঠক, শচীন খাতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উল্লেখযোগ্য আটকে পড়া মানুষজন অনেকে ধর্মঘটি শ্রমিকদের বিস্কুট, ঠাণ্ডা পানীয় ইত্যাদি সরবরাহ করেন।

এসি বাসের সূচনা শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ১ অক্টোবর ২০২৪ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার উদ্যোগে শিলিগুড়ি থেকে ২টি নতুন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রকেট বাস এবং ২টি সিএনজি চালিত বাসের শুভ সূচনা। সেই সঙ্গে কাজের নিরিখে উক্ত সংস্থার কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান। ওই চারটি বাসের সবুজ পতাকা নেড়ে যার তার শুভ সূচনা করলেন শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিয়মের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় সহ উক্ত সংস্থার আধিকারিকবৃন্দ পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পরিবহন নিগমের কর্মরত কর্মচারীদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ি এসএমটি বাস টার্মিনাস অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসে।

রসিক লাল ঘোষের মূর্তি উন্মোচন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : ১৯০০ শতকের সময়কালে কেমন ছিল শিলিগুড়ি? আমরা বর্তমানে শিলিগুড়িকে যেরকম দেখি, সেরকম কিন্তু একদমই ছিল না। খুব কম সংখ্যক মানুষ বসবাস করত এই শিলিগুড়ি শহরে। মাত্র ৫ হাজার মানুষের মাত্র বসবাস ছিল শহরে। এখনকার মতো ঝা চকচকে শহর কিন্তু ছিল না। কালাজ্বরের প্রভাবে শিলিগুড়িতে আসতে লোকে তখন ভয় পেত। চারিদিকে ছিল ঝোপ জঙ্গল। ইংরেজরা শৈলশহর দার্জিলিং যাওয়ার জন্য এই শিলিগুড়ি শহরকে ব্যবহার করত। শিলিগুড়িতে যাতে মানুষ এসে বসবাস করে সেই জন্য বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব উদ্যোগী হয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিলেন রসিক লাল ঘোষ। শিলিগুড়ি শহরের গোড়াপত্তনে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এই রসিকলাল ঘোষ এর নাম হয়তো অনেকেই জানেন, আবার অনেকে জানেন না। শিলিগুড়িতে যাতে মানুষ এসে বসবাস করেতাই জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যু দিবসে সেবক রোড সংলগ্ন এলাকায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রসিকলাল ঘোষের মূর্তি উন্মোচন করা হল।

বাড়িতে ঠাঁই হয়নি, গীতা দেবীর ঠিকানা তাই চন্দননগর স্ট্যান্ড

মলয় সুর, হুগলি : সালটা মনে নেই, গত বহু বছর ধরে ৬৫ বছরের গীতা সরকারের ঠিকানা হয়েছে চন্দননগরের ঐতিহাসিক স্ট্যান্ড। রোদ, বৃষ্টি, ঝড় উপেক্ষা করে প্লাস্টিকের ছাউনিতে ঘর বেঁধে থাকছেন গঙ্গাঁর ধারে স্ট্যান্ডের ফুটে। বর্তমানে ঝড়ে প্লাস্টিকটাও উড়ে গেছে। বৃষ্টির জলে কাদামাখা সামান্য জিনিসপত্র আঁকড়ে নিয়ে খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছেন গীতা। সবাই তাঁকে চেনে গীতাবুড়ি নামে। সঙ্গে তাঁর মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ বছর ১৬ ছেলে বাবু সরকার।

গীতাদেবী বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'চন্দননগর কলুপুকুড়ে আমার জমি–জায়গা বাড়ি ছিল। স্বামী যুগল কিশোর সরকার মারা যাওয়ার পর স্থানীয় একজন সব লিখে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।' তারপর নিরুপায় হয়ে এই স্ট্যান্ডই হয়ে উঠেছে তাঁর আশ্রয়স্থল। আর পাশেই বয়ে চলেছে গঙ্গা। বয়ে চলেছে গীতার জীবনও।

এই স্ট্যান্ডে সকাল–বিকাল–সন্ধ্যায় শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য লোকেরা হাঁটতে ও ব্যায়াম করতে আসে। সবাই ভালবাসেন এই বৃদ্ধাকে। সারাদিন চোখের জলে ভেসে যায়, দারিদ্রে জর্জরিত বৃদ্ধার আবদার মেটান অনেকেই। শরীর খারাপ লাগলে নিজেই ওষুধ চেয়ে নেন কারুর কাছ থেকে। তবে এভাবেই বহু বছর ধরে খোলা আকাশের নীচে প্রখর রোদ, বৃষ্টি মাথায় করে কষ্ট সহ্য করে রয়েছেন। একমাত্র সম্বল এক হাজার টাকা সরকারি পেনশনর। আশা, যদি টাকার পরিমান কিছুটা বাড়ে, যদি মেলে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই। আসছে আরও একটা দুর্গা পুজো। উৎসবের আওয়াজে ঢাকা পড়ে যাবে আর এক দুর্গা গীতার গা সওয়া জীবনলেখ্য।

বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্করের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ সেপ্টেম্বর সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্করের উদ্যোগে একটি মহতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ২০২১ সাল থেকে মোহন চন্দ্র নস্কর এই রক্তদান শিবির করে আসছেন। রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলা পরিষদের সদস্য চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার, শেখ বাপি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শচীরাণী নস্কর, বিষ্ণুপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লিপিকা সামন্ত, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখারায়, জ্ঞানানন্দ সামন্ত প্রমূখ। মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বলেন, রক্তদান মহৎ দান। যারা রক্তদান শিবিরে রক্তদান করলেন তারা মহৎ কাজ করলেন। মানুষের স্বার্থে মানুষকেই রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, প্রায় ২২০ জন পুরুষ ও মহিলা রক্তদান করেছেন। আরো মানুষ উপস্থিত ছিল কিন্তু প্রচণ্ড গরমের কারণে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা আর রক্ত নিতে পারিনি। বিধায়ক সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

দুর্গাপুজোর আনন্দ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে অভয়ায় ভর পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : এবারে পূর্ব বর্ধমান জেলার দুর্গাপুজোয় উৎসবের আনন্দ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পুলিশ অভয়া অ্যাপে জোর দিতে চলেছে। এতদিন ধরে এলাকায় নজরদারিতে পুলিশ নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বনসহ সোর্স ব্যবহার করে আসছে। ডিজিট্যাল দুনিয়ায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিত্যনতুন পদ্ধতি অবলম্বনের মাঝেই এবার চলে এসেছে পুলিশের আরও একটি নিজস্ব অ্যাপ 'অভয়া'। স্মার্টফোনে ডাউনলোড করা এই অ্যাপের সহায়তায় যে কোনও সাধারণ ব্যক্তি সরাসরি পুলিশের কাছে অতি দ্রুততার সঙ্গে অভিযোগ জানাতে পারবেন। সেই অভিযোগ পুলিশসুপারের কাছেও পৌঁছে যাবে এবং তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করা হবে। এবার এই অভয়া অ্যাপের প্রচার প্রতিটি কোণায় প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে জোর তৎপর হয়ে উঠেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। এব্যাপারে পুলিশ জেলার প্রায় সাড়ে ৪৫০০ পুজো উদ্যোক্তার সহযোগিতা প্রার্থনা করেছে। যার শুরুটা হয়ে গেল ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায়। এদিন বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে আয়োজিত একটি জমজমাট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নথিভুক্ত দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের প্রত্যেকের হাতে রাজ্য সরকারের পুজো অনুদান হিসেবে ৮৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে আরও কিছু উদ্যোক্তা পুজো অনুদান পাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সহ পুলিশ–প্রশাসনের অসংখ্য পদাধিকারী এবং জনপ্রতিনিধি। পুলিশ সুপার তাঁর বক্তব্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানো, ডি জে সিস্টেম সহ উচ্চস্বরে লাউডস্পিকার বাজিয়ে দৌরাত্ম্য বন্ধের আবেদন জানান। অন্যথায়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এদিকে জেলাজুড়ে পুজোয় শব্দ দানবদের দৌরাত্ম্য দমনে পুলিশ অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপাশি এবার অভয়া অ্যাপকে অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছে। এই অ্যাপে প্রাপ্ত যাবতীয় অভিযোগ দ্রুততার সঙ্গে খতিয়ে দেখে তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করবে পুলিশ। সোজা কথায়, শারদোৎসবে পূর্ব বর্ধমানের সর্বত্র শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দ্রুত সামাল দিতে জেলা পুলিশ এবার অনেক বেশিই সজাগ। এজন্য সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গেও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলতে তৎপর পুলিশ। আর জি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে এবারে রাজ্যজুড়ে দুর্গাপুজোর আনন্দে খানিকটা তাল কেটেছে ঠিকই তবে, উৎসবমুখর বাংলার অনেক জায়গাতেই আনন্দের মাঝেও নানাভাবে প্রতিবাদী স্বর জাগ্রত হবে বলেই একাধিক মহলের দাবি।

বন্যা দূর্গত মানুষদের বন্যপ্রাণ ও সাপ সঙ্গে জলজ জীবজন্তু সংক্রান্ত সচেতনতা শিবির

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া : হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চ ও বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বন্যপ্রাণ ও সাপ সাথে জলজ জীবজন্তু সংক্রান্ত সচেতনতা ক্যাম্পেনিং করা হয়। আমতা ২ ও উদয়নারায়ণপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ বন্যা কবলিত শিয়াগড় মোড়, সাব গাছতলা, খালনা, দক্ষিণ খালনা, তেখাঁলি, জয়পুর, রসপুর, পেড়ো, জয়নগর, রাজাপুর, উদয়নারায়ণপুর মোড়, উদয়নারায়নপুর ডিহিভূরশুট রোড, মানশ্রী, ভবানীপুর ঘোষপাড়া, চিত্রসেনপুর, বেনাগড়ী, লালবেনাগড়ী, বড়দা, কুলটিকারী, কৃষ্ণবাটি এলাকার বিভিন্ন স্থানে প্রচারাভিযান চালানো হয়। এই এলাকার প্রচুর গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে, আটকে রয়েছেন বহু মানুষ গবাদি পশু ও বন্যপ্রাণীরা। মঞ্চের এই সর্প ও বন্যপ্রাণ উদ্ধারকারী দল আমতা ২ ও উদয়নারায়ণপুরের বন্যা কবলিত এলাকায় বন্যা পরবর্তী সাপের উপদ্রব থেকে সজাগ ও সচেতন থাকার শিবির ও প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলস ভাবে। প্রচারাভিযানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ কর্মী সম্রাট মণ্ডল, শুভেন্দু গাঙ্গুলী, দীপঙ্কর পোড়েল, কৌশিক মাইতি, সুমন চক্রবর্তী, সৌমজিৎ শেঠ, শুভজিৎ মাইতি, মইদুল আলী, স্বাধীন ঘোষ, রাকেশ মাখাল, সায়ল মাইতিরা, হাওড়া বন বিভাগের পক্ষ থেকে রঞ্জিতবাবু ও সুমন আচার্য এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রচারাভিযানের মাঝেই লালবেনাগড়ী গ্রামের বাসিন্দা বিফল রাউতের বাড়ি থেকে একটি বিষধর কালাচ সাপ উদ্ধার করে মঞ্চের সদস্য সুমন চক্রবর্তী ও রাকেশ মাখাল এছাড়াও পেঁড়ো থেকে স্থানীয় স্বপন মালিক একটি বড় তিলকাছিন উদ্ধার করে মঞ্চের সদস্যদের হাতে দেন এবং স্থানীয়ভাবে ওখানেই সেটিকে রিলিজ করা হয়। স্থানীয়দের মারফত খবর পেয়ে এই দল বিশেষ করে আমতা অঞ্চলে বন্যায় প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকার নদীতে ভারতীয় গাঙ্গেয় ডলফিনের আবাসস্থলকে সংরক্ষণ ও রক্ষার বার্তাও স্থানীয় এলাকাতে প্রচার করেন। এই বিষয়ে মঞ্চের সহ–সভাপতি সম্রাট মণ্ডল মহাশয় বলেন, এই ভয়ংকর দুর্যোগে মানুষ গবাদি পশুর পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদেরও প্রাণ যথেষ্ট বিপদের সম্মুখীন, তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বনবিভাগের সহযোগিতায় যাতে এদের রক্ষা ও সংরক্ষণ করা যায় যাতে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত না হয়। পুরো কর্মসূচিটি হাওড়া মুখ্য বনপাল শ্রী দীপক কুমার মণ্ডল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সংঘটিত হয়।

পৈত্রিক নিবাসে রাসমণির জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ আশ্বিন (২৮ সেপ্টেম্বর) কলকাতার অদূরে উত্তর চব্বিশ পরগণার পৈত্রিক নিবাস হালিশহর কাঁচড়াপাড়া নিকটবর্তী বর্তমান নদীয়া জেলার চরনন্দনবাটি রানী রাসমণি ঘাট সংলগ্ন স্থানে লোকমাতা রাণী রাসমণির ২৩২–তম জন্মদিন পালন করা হলো। লোকমাতা রানী রাসমণি আবির্ভাব তিথি উদযাপন কমিটির উদ্যোগে জগন্মাতা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ আশ্রমের সহযোগিতায় ও রানী রাসমণির ভক্ত–অনুরাগীদের সমাগমে সারাদিন ধরে অনুষ্ঠান চলে। রানী রাসমণির শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত এই স্থানে রানী রাসমণি ধাম নামে রানী রাসমণি সংস্কৃতি ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন অনুষ্ঠানের মুখ্য ব্যবস্থাপক সিদ্ধানন্দ পুরকাইত। তিনি আরো বলেন, এই কেন্দ্র থেকে রানী রাসমণির দিব্য ও কর্ম জীবন চর্চার পাশাপাশি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সেবা মূলক কাজের মাধ্যমে অনগ্রসর সমাজের উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। এদিন সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নদীয়ার চরনন্দনবাটি, মাঝের চর, শহীদ পল্লী ও উত্তর চব্বিশ পরগণার পৈত্রিক নিবাস হালিশহর কাঁচড়াপাড়া বাগ মোড়, গোলাবাড়ি প্রভৃতি এলাকা পরিক্রমা করে। হালিশহরের বাগ মোড়ে অবস্থিত রানী রাসমণির মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য ও বহু শিখা বিশিষ্ট প্রদীপে আরতি করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দ মহারাজ এবং আইনজীবী ও সমাজকর্মী তপনকান্তি মণ্ডল ভারতের ধর্ম–সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে রানী রাসমণির অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

বেলা ১০ টা থেকে মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের বক্তব্যে লোকমাতা রানী রাসমণির কর্মময় জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন। স্বাগত ভাষণ দেন অনুষ্ঠানের মুখ্য উপদেষ্টা লোহারাম রায়। অন্যতম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর মহানায়ক রানী রাসমণি চর্চার অভাব বাংলা ও বাঙালী জাতির বর্তমান সঙ্কটের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। প্রাক্তন পুলিশ অধিকর্তা ডঃ অমিয় কুমার সামন্ত, আই পি এস, রানী রাসমণির জীবনের নানা কীর্তি কাহিনীর কথা বর্ণনা করেন। রানীমা–র দিব্য জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন স্বামী পরমাত্মানন্দ পুরী, স্বামী বেদানন্দ মহারাজ প্রমুখ। ডঃ জয়দেব বিশ্বাস, ডঃ কুঞ্জবন বিশ্বাস, ডাঃ বৈদ্যনাথ মণ্ডল, আইনজীবী অরুণ কুমার মাজী, অনিকেত জোয়ারদার, নারায়ণ সরকার প্রমুখ।

বাংলার চরাচরে বন্যা বনাম কন্যা

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে ভিনজেলার সীমানা। তাঁর হাত ধরেই নয়াচরে প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল। একসময় একচালার সাবেকি দুর্গাপ্রতিমার পুজো হত। বড়োমাপের অসংখ্য কলাগাছ কেটে এনে তাই দিয়ে সাদামাটা মণ্ডপ বানিয়ে প্রদীপ, মোমবাতির আলোয় সাজানো প্রাণের পুজো মেতে উঠত আট থেকে আশি সকলেই। পরবর্তীতে ক্রমশ জনবসতি বেড়ে উঠার সঙ্গে পুজোরও জাঁকজমক বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাহারি মণ্ডপে প্রবেশ করে কেরোসিন হ্যাজাক আর বৈদ্যুতিক আলোও।

নদিয়ার কৃষ্ণনগর লোকসভার অন্তর্ভুক্ত কালীগঞ্জ থানার গোবরা পঞ্চায়েতের অধীনস্ত এই নয়াচর জনপদকে জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ভাগীরথী নদী। এখানকার বাসিন্দাদের পুলিশ সহ প্রশাসনিক কাজের জন্য বিস্তর ঝক্কি সামলে নদী পেরিয়ে যেতে হয় কৃষ্ণনগর, কালীগঞ্জ সহ অন্যত্র। অথচ চিকিৎসা পরিষেবা, হাটবাজার, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুবিধা পেতে নয়াচরবাসীর প্রধান ভরসা পড়শী জেলা পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া, পানিহাট, দাঁইহাট প্রভৃতি জনপদ। নয়াচর চরকতলা দুর্গাপুজো কমিটির অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা মাণিক সরকার বলেন, প্রতিবারই এলাকায় বন্যার আতঙ্ক থাকেই। আমরা একটু উঁচু জায়গায় পুজো করি। তাই জলমগ্ন অবস্থাতেও অনেকবার পুজো হয়েছে। আমার ৪৩ বছর বয়সের মধ্যে শুধুমাত্র দুবার ঘটপুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজো হয়েছিল দেখেছি। এটা আমাদের প্রাণের পুজো। ধুনুচি নাচ, প্রতিযোগমূলক ছোটখাটো অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়েই আমরা দুর্গাপুজোর কদিন সবকিছু ভুলে আনন্দে মেতে থাকি। গোবিন্দপুরের বাসিন্দা দীনেশ সরকার বলেন, একসময় গোটা এলাকায় একটিমাত্র দুর্গাপুজো হত। তারপর বছর সাতেক আগে আমরা গোবিন্দপুরেও পুজো শুরু করি। বছরখানেক আগে পাশেই পূর্ব পাড়ায় আরও একটি পুজোর সূচনা হয়েছে। প্রত্যন্ত এই এলাকা। তাই বাসিন্দাদের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে চলতে হয়। এই দুর্গাপুজোয় আমাদের সারাবছরের দুঃখকষ্ট কিছুটা হলেও ভুলিয়ে দেয়।

বাংলার বন্যার মাঝে আগমন বাংলার কন্যার। প্রতীক্ষা সকলের। আয়োজন চলছে, সঙ্গে ভেসে যাওয়ার আতঙ্ক। হাওড়া– ঘাটাল মেদিনীপুরের বিস্তীর্ন চরে একই ছবি বাংলাজুড়ে। এখনও কোথাও আধা প্যান্ডেল কাপড় লাগেনি। কোথাও বাঁশের খুঁটি ডুবি হয়েছে ঘোলা জলে। বন্যাকে উপেক্ষা করে অপেক্ষা কন্যার জন্য। মেয়ে আসবে, ঘর ভরবে। বিনাশ হবে যত অশুভ।

২০০ বছরের বেলতলার দুর্গাপুজোয় প্রতিমা একচালায়

কল্যাণ রায়চৌধুরি, বারাসাত : নস্টালজিয়ায় ডুবে দেওয়া বাঙালি জন্মগত অধিকার। আর তার সাথে যদি যুক্ত হয় নিজের শিকড়ের আভিজাত্য। সময়কে তা থামিয়ে চলে যায় অনেক পিছনে, যুক্ত হয় ঠাকুর দালান, ঢাকের আওয়াজ, কাঁসর ঘণ্টা আর বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব– দুর্গাপুজো।

এরকমই একটি নস্টালজিক, আভিজাত্যপূর্ণ, ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গাপুজো হল উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতের চৌধুরি পাড়া বেলতলার পুজো। প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন এই দুর্গাপুজোর সূচনা হয় স্থানীয় রায়চৌধুরি পরিবারের হাত ধরে। এমনটাই জানালেন, স্থানীয় বাসিন্দা সুকান্ত রায়চৌধুরি। সম্রাট মজুমদার বলেন, 'রায়চৌধুরিদের হাত ধরে প্রাচিন এই পুজোর সূচনা হলেও পরবর্তীতে তাদের উত্তরসূরিরা কর্মসূত্রে বিদেশে বা দূর–দুরান্তে চলে যাওয়ায় এই পুজো বন্ধ হবার উপক্রম হলে রায়চৌধুরিদের দেবোত্তর সম্পত্তির উপরেই এই পুজোয় সূচনা হয় কালীধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষদের হাত ধরে। ১৯২২ সালে এই পুজো সার্বজনীন রূপলাভ করে। পরবর্তীতে জমিদারী প্রথারও বিলোপসাধন ঘটে। ফলে রায়চৌধুরিদের পুজো আর পারিবারিক থাকে না। তা হয়ে ওঠে সার্বজনীন। তৎকালীন পুজো প্রাঙ্গঁণে পাশ্ববর্তী একটি বেলগাছকে কেন্দ্র করে ছিল একটি চালাবাড়ি। শুনেছি, সেখান থেকেই এই দুর্গাপুজোকে বেলতলার পুজো বলেই আখ্যা দেওয়া হয়। আর রায়চৌধুরি নাম থেকেই এই এলাকার নাম হয় চৌধুরি পাড়া। এই পুজোর প্রথম সূচনা হয় একচালায়। আজ ও সেই একচালায় পুজোর ঐতিহ্যই বহাল আছে। মূল পুজোর ২০০ বছর অতিক্রান্ত হলেও ঐতিহ্যের পরিবর্তন হয়নি। দেখতে দেখতে সার্বজনীন হিসেবেও পুজোর বয়স হয়ে গেল ১০৪ বছর।' বর্তমান পুজো কমিটির সম্পাদক সৌরভ ওরফে সানি দে বলেন, '১৩৬২ বঙ্গাব্দে এলাকার প্রথিতযশা ব্যক্তি স্বর্গীয় বিজয় বিশ্বাস নাটমন্দির স্থাপন করেন। ১৯৭১ সালে স্বর্গীয় গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে অয়োজিত এই পুজোয় রীতি মেনে এখনও মাতৃপ্রতিমা হয় একচালায়। বারাসতে এখনও শতবর্ষ প্রাচীন সার্বজনীন পুজো হিসেবে এটাই প্রথম।'

অভয়াকে শহিদের মর্যাদা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকদের উদ্যোগে সোমবার একটি গণসম্মেলন হয় কলেজের কনফারেন্স হলে। ওই সম্মেলনে হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসকরাও অংশগ্রহন করেন। সম্মেলন উদ্ধোধন করেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক গৌরাঙ্গ প্রামানিক। তিনি বলেন, আরজিকরের মৃত মহিলা ট্রেনি চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এইঘটনায় সারা দেশ সহ বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অভয়া আপসকামীদের কাছে মাথানত করেননি। এই জন্যই তাঁকে খুন হতে হয়েছে। তাঁর মৃত্যু সমগ্র দেশ ও জাতিকে প্রতিবাদী করে তুলেছে। তাই আমরা আমাদের সাথী বোনকে শহীদের মর্যাদা দিলাম। সরকারের মুখাপেক্ষী আমরা থাকতে চাই না। আমরা চিকিৎসক সম্প্রদায় তাঁকে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত করলাম। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের ইন্টার্ন সাহাবাজ শেখ প্রমূখ। তিনি বলেন, অভয়ার ন্যায়বিচার সহ ৫ দফা দাবিতে আমাদের এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের দাবি রাজ্যে সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের 'থ্রেট কালচার' বন্ধ করতে হবে এবং বাস্তু ঘুঘুর বাসা ভাঙ্গতে হবে। মেডিক্যাল কলেজের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আনতে হবে। সম্মেলনে অনেক সিনিয়র চিকৎসক আমাদের দিশা দেখিয়েছেন। তাদের দেখানো পথেই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

রাত দখলের পদধ্বনি

প্রথম পাতার পর

দুর্গাকে বিধিসম্মতভাবে পূজার্চনা করার কথা ভেবে নিয়েছে সকলে। প্রতিবাদের এই শহরে মা দুর্গাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হয়েছে আপামর বাঙালি। তবে প্রকৃতিও কেমন যেন বিষাদ ঘন। পুজোর আমেজে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ তপন শাস্ত্রী বলেন, শারদীয়ার এই নির্ঘণ্ট এক অভাবনীয়। প্রকৃতির সঙ্গে পুরাণের যেন কোথায় একটা পূর্বাভাসের মিল পাওয়া যাচ্ছে। তবে মায়ের আগমন এবং গমন যেভাবে হবে তাতে খুব একটা পরিস্থিতি ভালো থাকবে না। দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুজো করছেন পুরোহিত তপন চ্যাটার্জী। তিনি জানালেন, এতদিন পুজো করছি কিন্তু এই ধরনের নির্ঘণ্ট আগে দেখিনি। পুজো কটাদিন পুজোর প্রস্তুতির জন্য সারা রাতই আমাদের জেগে থাকতে হবে।

পণ্ডিতদের মতে শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী তিথি নক্ষত্র দেখে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে সময় নির্ধারণ হয়। এবছরের তিথির স্বল্পতার কারণে পূজার পদ্ধতিতে ও বেশ কিছু শাস্ত্রীয় অদল বদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শাস্ত্রীয় মতে বিভিন্ন রকমের মত রয়েছে দেবী দুর্গার আরাধনায়। ভারতীয় সময় অনুযায়ী পঞ্জিকার মত বা সিদ্ধান্তে দুর্গাপূজা হয়ে আসে বাঙালির ঘরে ঘরে মন্ডপে মন্ডপে, এটিই হল বহুল প্রচলিত মায়ের আরাধনার বিধি। এছাড়াও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে মায়ের পুজো করা হয়ে থাকে। বেলুড় মঠ এবং তাদের শাখা–মঠ এই মতে পুজো করে। দুই মতে সময়ের বিস্তর ফারাক দেখা যায়। এবছর প্রথম মতে সময়ের স্বল্পতার জন্য অনেকেই দ্বিতীয় মত অবলম্বন করছে। প্রথম মতে একদিন পুজো কম অর্থাৎ অষ্টমী এবং নবমী একইদিনে পুজো হবে। দ্বিতীয় মতে অষ্টমী এবং নবমী দুই আলাদা আলাদা দিনে পড়েছে। আপামর বাঙালি তাদের ঘরের মেয়ে উমাকে একদিন কম সেবা করতে কিছুতেই চাইছেন না তাই দ্বিতীয় পথ ধরে উমাকে তাদের ঘরে আঁকড়ে ধরে রাখছেন। কালিকাপুরাণের পূজা পদ্ধতিতে তিথি সল্পতার কারণে সংক্ষেপিত পূজার বিধি রয়েছে 'সম্যক কল্পোদিতাং পূজাং যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে। উপচারাংস্তদা দাতুং পঞ্চৈতান বিতরেত্তদা। গন্ধপুষ্পপঞ্চ ধূপপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ। অভাবে পুষ্প তোয়াভ্যাং তদভাবে তু ভক্তিতঃ।' অর্থাৎ পূজার বিহিত তিথিতে সম্পূর্ণ পূজা করা অসম্ভব হলে পঞ্চোপচারে বা কেবল জল ও ফুল দ্বারা পূজা করা যায়। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল পণ্ডিত জয়ন্ত কুসারির কাছ থেকে, তিনি বলেন, 'এবছর সপ্তমীর ভোরে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে যাবেন না নবপত্রিকা। তাই শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী ঘরের সামনের খোলা উঠোনে তার অবগাহানের ব্যবস্থা করা হবে বিধিসম্মতভাবে। শাস্ত্রে বলা রয়েছে স্রোতস্বিনী নদী, পুষ্করিণী এবং ঘরের খোলা উঠোনে নবপত্রিকা স্নানের বিধান রয়েছে। সময় কম থাকার দরুন তৃতীয় বিধানটা বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ সপ্তমী সকাল ৭: ২৪ –এ সমাপ্ত হয়ে যাবে আর সূর্য উদয় হবে ৫: ৩৫ –এ। ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে নবপত্রিকা গঙ্গার ঘাট থেকে স্নান করিয়ে এনে তারপর ঘট স্থাপন, কল্পারম্ভ ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা সহ বিভিন্ন বিধি করা সম্ভবকর হবে না। তাই পুজো সুসম্পন্ন করবার জন্য আবেগকে একটি বছর সরিয়ে রাখতে হবে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন শোভাবাজার রাজবাড়ির ২৩০ বছরের রীতি এবছর ভাঙতে চলেছে। তিনি আরো বলেন এরকম তিথি স্বল্পতা তার জ্ঞানত অবস্থায় তিনি সম্মুখীন হননি। অন্যান্য পুরোহিতরাও এই মত এবং এই বিধিতে সম্মতি দিয়ে প্রস্তুত পুজো সুসম্পন্ন করবার জন্য।

এবছর আর সপ্তমীর সকালে গঙ্গার ঘাটে কলাবৌ স্নানের রীতি পালন করতে পারা যাবে না। তাই বিভিন্ন বনেদী বাড়িসহ পূজো উদ্যোক্তাদের একটু হলেও মনের কোণে বিষাদ লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে সকলেই বলেছেন পুজো সুসম্পন্ন করবার জন্য তিথির মধ্যে যা করা প্রয়োজন এবং যেমন শাস্ত্রীয় বিধি রয়েছে তা মেনে নিতেই হবে। আবার পরের বছর নবপত্রিকা যাবেন গঙ্গা বা নদীর ঘাটে স্নান করতে। হে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী রূপে জাগো। জাগো অভয়া শক্তি বল প্রদাইনি তুমি জাগো।

অন্ডাল–পলাশস্থলী রেলপথ

প্রথম পাতার পর

তাদের জেরা করে কৈথির ঝোপজঙ্গল থেকে রেললাইনের ৩০টি টুকরো উদ্ধার করা হয়। ২০২২ সালের মার্চ মাসে আসানসোল ডিভিশনের তৎকালীন ডিআরএম পারমানন্দ শর্মা ধানবাদের মুখ্য খনি উপদেষ্টা এবং আসানসোল বিভাগের অন্যান্য শাখা আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ভীমগড় – পলাশস্থলী রেলপথ পরিদর্শন করেছিলেন। অন্ডাল – পলাশস্থলী রেলপথ পুনরায় চালু করার দাবিতে একাধিকবার রেল মন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছেন দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা। অনুপবাবু বলেন, আমি একাধিকবার রেলমন্ত্রককে জানিয়েছি। ২৩ আগস্ট রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়টা উপস্থাপন করি। রেলমন্ত্রী বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, হজরতপুরের পর থেকে কয়লা তোলার জন্য রেললাইনের নীচের অংশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে সেফটির কারনে ট্রেন বন্ধ আছে। রেল দপ্তর চেষ্টা করছে, ভবিষ্যতে ট্রেন চালু হতে পারে।

দেখা গেল বিরল ধূমকেতু

প্রথম পাতার পর

অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সি/২০২৩এ–থ্রি পর্যবেক্ষণ আর তার ছবি তোলার জন্য বিশেষ একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল।স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশনের দীপঙ্কর দে বলেন , '২০২৩–এর ৯ জানুয়ারি প্রথম এই ধূমকেতুর খোঁজ পাওয়া যায়। এই ধূমকেতুকে ওয়ান্স ইন আ লাইফটাইম বলা যায়। কারণ, হিসেব বলছে, এই ধূমকেতু যদি আবার ফিরে আসে, তা হলে ফিরবে ৮০ হাজার ৬৬০ বছর পর!' দীপঙ্করের কথায়, 'অতীতে যদি ধূমকেতুটি এই নিয়ম মেনে এসে থাকে, তা হলে সে এসেছিল প্রায় ৮১ হাজার বছর আগে। তখনও পৃথিবীতে আজকের মানুষ বা হোমো স্যাপিয়েন্স আসেনি।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
নিলাম বিজ্ঞপ্তি

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪ টি ফেরীঘাট ০১/১১/২০২৪ থেকে ৩১/১০/২০২৭ পর্যন্ত এবং ১ টি ফেরীঘাট ০১/১১/২০২৪ থেকে ৩১/১০/২০২৫ পর্যন্ত, মেয়াদী লীজ দেবার জন্য ২৯/১০/২০২৪ তারিখ নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট সংক্রান্ত বিবরণ ও নিলামের ন্যূনতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য s24pgs.gov.in–এই ওয়েব সাইটে দেখা যেতে পারে।

স্বাঃ
সচিব
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

Memo No. 3226(2)/DICO/S24Pgs, Dt.03.10.2024

মহানগরে

বউবাজারে নির্দিষ্ট ছাড় ছাড়াই মেট্রো বাড়ি তৈরি করবে

বরুণ মণ্ডল : মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে আজ থেকে ৫ বছর আগে ২০১৯ সালে ঘটে যাওয়া কলকাতা মহানগরীর সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা 'বউবাজার মেট্রো বিপর্যয়ের ফলে অসংখ্য ঘরছাড়া মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতায় মেট্রোরেল করিডোর প্রজেক্টে গ্রীণ লাইন নির্মাণে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে এম আর সি এলের (কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড) সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ভেঙে পড়া বাড়িগুলির নকশা মঞ্জুরের ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থা একাধিক রকম ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কেএমআরসিএলকে ধসে পড়া বাড়ির নতুন করে নির্মাণের নকশা জমা দিতে বলা হয়েছিল। বউবাজারে ভেঙে পড়া ২৮টি বাড়ির মধ্যে ২৩টি বাড়ির রি-কনস্ট্রাকশনের প্ল্যান অ্যাপ্রুভালের জন্য জমা দিয়েছে। কেএমআরসিএলের যে সমস্ত আর্কিটেক্টরা এই সমস্ত বাড়ির নকশা আঁকছেন তাঁরাই এসেছিলেন। কেএমসির পক্ষ থেকে বেশ কিছু স্পেশাল ফেসিলিটি দিতে হবে। এই ২৩ বাড়িটির ক্ষেত্রে আজকের কেএমসির নরমাল বিল্ডিং রুলস্ অনুযায়ী করলে হবে না। এই বাড়ি গুলির সবকটি ১০০ বছরেরও অধিক বছরের পুরনো। রাস্তাগুলি খুবই সরুসরু। ঘিঞ্জি এলাকা। এখনকার নিয়মে ওই বাড়িগুলির চারপাশে চার ফুট করে ছাড় দিলে, তাতে আর বাড়ি তৈরি করা যাবে না। সমস্ত গৃহহীনদের মাথায় ছাদ দেওয়া অসম্ভব হবে। ওই বাসিন্দারা আর কতদিন আশেপাশের হোটেলে থাকবে? সেই কারণে এই ২৩টি বাড়ির ক্ষেত্রে স্যাংশনের বিশেষে স্পেশাল ছাড় দেওয়া হচ্ছে। বাড়িগুলি যে রূপে ছিল সেভাবেই এগুলি তৈরি হবে। নতুন করে

কিছু হবে না। যা ছিল তাই হবে। দোতলা বাড়িগুলি দোতলাই হবে। যদি তিনতলা থাকে, তবে তিনতলাই হবে। অন্য রূপ হবে না।

স্থানীয় ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দের বক্তব্য, বউবাজারে কেএমআরসিএলের মাধ্যমে যে সব ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির মেরামত করে বাস যোগ্য করা হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে 'ফিট সার্টিফিকেট' কারা প্রদান করতে পারে? এবিষয়ে মহানাগরিক জানান, কেএমসি 'ফিট সার্টিফিকেট' অর্থাৎ 'স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি সার্টিফিকেট দিতে পারে না। শুধুমাত্র কলকাতা পৌরসংস্থা অনুমোদিত স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়াররাই 'ফিট সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারে। বসবাসকারিরা এই সার্টিফিকেট নিয়ে নিন। কারণ আপনাদের এটা খুবই জরুরি। কলকাতা পৌরসংস্থা মনোনীত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপর্যায়ের যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার রিপোর্টও কলকাতা পৌরসংস্থায় জমা পড়েছে।

স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির বক্তব্য, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রজেক্ট সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার পরে পরবর্তী ১০ বছর 'বউবাজার মেট্রো বিপর্যস্ত অঞ্চলে যেসমস্ত বাড়িগুলি আছে, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বকে এমআরসিএলকে নেওয়ার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা কী নির্দেশ দিতে পারে?

কলকাতা পৌরসংস্থা কেএমআরসিএলকে অনুরোধ করতে পারে, আগামী ১০ বছর বিপর্যস্ত অঞ্চলে যেসমস্ত বাড়িগুলি অল্প বিস্তর রিপেয়ারিং হয়েছে, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করার জন্য। এখানে কলকাতা পৌরনিগম আইনে এমন কোনও ধারা বা উপধারা নেই যে, আমি কেএমআরসিএল-কে কোনও আদেশ দিতে পারি। কলকাতা পৌরসংস্থার হাতে সেই ক্ষমতাও নেই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারি এজেন্সিকে একটা অনুরোধ মাত্র করতে পারি বলে মহানাগরিক জানান।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলের এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ গ্রীন করিডোরের এই অংশে শীঘ্রই মেট্রো চলাচল চালু হবে। তারপর এই অংশের রিপেয়ারিং করা বাড়িগুলির বাসিন্দারা যাতে বিপদে না পরে। এই স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে সব দেখিয়েটেকিয়ে নিয়ে এস.এস.সি. দিয়ে দিলে, যাতে আগামী ১০ বছর বিপদমুক্ত মনে স্থানীয় বাসিন্দারা বসবাস করতে পারে।

বার্তা

মূর্তি বিষাদ : আগমনীর সুরে তাল কাটছে অবহেলিত মূর্তি ঘিরে বিষাদের ব্যঞ্জনা রবীন্দ্র সরোবর চত্বরে। বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে গত পুজোর নজরকাড়া একাধিক দুর্গামূর্তি। ফূর্তির শেষে দাম নেই মূর্তির। ছবি : প্রীতম দাস

মেডিকেয়ার নার্সিংহোম
ইউনিট টু
বিশালক্ষীতলা

আয়োজিত

আলিপুর বার্তা
শারদ সম্মান – ২০২৪

আলিপুর সদর মহকুমার পাঁচটি ব্লক, তিনটি পুরসভা এবং ফলতা ব্লকের সেরা পুজোকে সম্মানিত করা হবে।

বাসের আয়ু বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ড এলাকার মধ্যে ১৫ বছরের বেশি বয়সের কোনও বাস চালানো যাবে না বলে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় নির্দেশ জারি করেছে। আর এতে কলকাতা পৌর এলাকায় বাস চলাচলকারী বাস মালিকরা মহাবিপদে পড়েছে। তাই এবার তাঁরা বাসের সেই ১৫ বছরের বয়সসীমা বৃদ্ধি আবেদন নিয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হল জয়েন্ট কাউন্সিল। বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনের দাবি, ২০২০-২২ কোভিড কালে পরিবহন শিল্প বেহাল হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় পুরনো বাস(১৫ বছরের বেশি বয়স) কলকাতা পৌর এলাকার রাস্তা থেকে তুলে বাস মালিকরা মোটা টাকা কিস্তি দিয়ে রাস্তায় নতুন বাস নামানোর অবস্থায় নেই। বাস বাতিলের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হোক। বাসের বয়সসীমা বর্তমান অবস্থায় ১৫ থেকে বাড়িয়ে ২০ বছর করার আবেদন জানিয়েছেন জয়েন্ট কাউন্সিল অভ বাস সিন্ডিকেট।

শান্তির আশ্রয়, শ্রয়ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: প্রসন্নময়ী ঘাটে চেতলা সর্বসাধারণের দুর্গোৎসব এবার ৯৮ বছরে পড়ল। তরঙ্গায়িত জীবনের উত্তাল সমুদ্র জনজীবনের সুরক্ষিত তটরেখায় ভাঙন ধরায় সময়ের কোনও না কোনও ক্ষণে। উদ্বেলিত মন পেতে চায় শান্তি, চায় স্বস্তির আশ্রয়। খোঁজে ছোটোবেলার ঘর, পা খোঁজে চিলেকোঠা এক্কাদোক্কা সিঁড়ি। মাথা খোঁজে পুরোনো তেলচিটে বালিশ। কান খোঁজে পুরোনো আরপিএম রেকর্ড। নাক খোঁজে স্মৃতির ঘ্রাণ। কণ্ঠ বলে, 'ওঠে মা একটু শান্তির আশ্রয় চাই তোমার কোলে।' তাই লুপ্তপ্রায় ট্রাম, মাইকের চোঙ, পুরোনো বাড়ি, পালঙ্ক, এসটিডি বুথ প্রভৃতির সমারোহে অভিনব আয়োজন এবারের দুর্গাপুজোর। ভাবনা ও রূপায়ণে ভাস্কর মুখোপাধ্যায় ও সৌম্যজিৎ দাস। প্রতিমা গড়েছেন সনাতন রুদ্র পাল। ছবি : সুমন সরদার

ঘরের মা-ই আমাদের দেবী মা-দূর্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি : থিমের নামে মা দুর্গাকে আইফেল টাওয়ারের মধ্যে গুঁজে রাখে না টালিগঞ্জ আজাদগড়ের উদ্যোগী ক্লাব। এই ক্লাব ভারতীয় সনাতন ধারার পরম্পরা রক্ষা করে মায়ের মূর্তিকে পূজা করে। এ বছরও উদ্যোগী ক্লাব মা দুর্গার ঐতিহ্য স্মরণ করেই পুজো করছে। পুজোর চারদিন ক্লাব সেজে ওঠে মন্দির, দেবালয়ের আদলে। ক্লাবের সম্পাদক রবীন সাহা জানান, উদ্যোগী ক্লাব থিমের নামে ছিনিমিনি খেলে না। আমরা মায়ের সাবেকিয়ানাতে বিশ্বাসী। ঘরের মা আর দেবী মা আমাদের কাছে সমার্থক। আমরা ঘরের মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাই না, আবার দেবী মা-কেও ট্রেড সেন্টারের মাথায় তুলে দৃষ্টিকটু শিল্প বানাই না। আমরা মায়ের আদি রূপকেই সম্মান জানাই। রবীনবাবু বলেন, পঞ্চমীতে উদ্যোগী ক্লাবের প্রতিমা উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসাবে থাকবেন পুরপিতা তপন দাশগুপ্ত। প্রসঙ্গত, গত বছর ঐতিহ্যবাহী পুজোর জন্য আলিপুর বার্তা পত্রিকার তরফে পুরস্কৃত হয়েছে উদ্যোগী ক্লাব।

অভিযান : ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর স্বচ্ছতা অভিযান পালন করা হয় নেহরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার পক্ষ থেকে খিদিরপুর, চেতলা ও বেহালার বিভিন্ন এলাকায়। সহযোগিতায় ছিল চেতলার হিন্দ সঙ্ঘ, বেহালার আর্য ইউনাইটেড সোসাইটি ও উত্তর ঢালুয়া নবোদয় ক্লাব। দেওয়ালে স্বচ্ছতার বার্তা লেখা হয় অঞ্চলে অঞ্চলে।

৩৫০ বছরের মিত্র জমিদার বাড়ির পুজোতে পাঠা বলি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাচীন ইতিহাসে কান পাতলে শোনা যায় নানান ঐতিহাসিক ঘটনা। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু জমিদার বাড়ি। জমিদার বাড়ি বহু দুর্গাপূজাগুলির পিছনে রয়েছে নানান ইতিহাস। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম একটি জমিদার বাড়ি হল জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের মিত্রবাড়ি। ইতিহাসের হাত ধরে এখনও সাড়ম্বরে হয়ে আসছে জয়নগরের মিত্র জমিদার বাড়ির পুজো। দুর্গাপুজোতে কালের নিয়মে জৌলুস কিছুটা কমলেও, নিয়ম নিষ্ঠা পালনে একটুও খামতি রাখছেন না মিত্র জমিদার বাড়ির সদস্যরা। কথিত আছে, স্বয়ং মা দুর্গাই স্বপ্নাদেশ জমিদার বাড়ির গৃহকর্তা অন্নদাপ্রসাদ মিত্রের সহধর্মী ভুবনমোহিনী মিত্রকে পুজো শুরু করার কথা বলেন। তারপর ১১৩৬ সাল থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের মিত্র জমিদার বাড়িতে চলে আসছে দুর্গাপুজো। কালের

নিয়মে ও আর্থিক অসচ্ছলতার জৌলুস কিছুটা কমলেও পুজোর আচার-আচরণে এতটুকুও খামতি রাখেন না জমিদার বাড়ির সদস্যরা। জমিদার বাড়ির বিশাল ঠাকুর দালানে জন্মাষ্টমীতে কাঠামো পুজোর ২দিন পর থেকেই মূর্তি তৈরির ও মহালয়ায় মা দুর্গার চক্ষুদান করা হয়। তৎকালীন সময়ে জমিদারি প্রথা থাকার সুবাদে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কাকদ্বীপ, জয়নগর, কুলতলি, মন্দিরবাজার, গোসাবা, নামখানা, রায়দিঘী, মথুরাপুর ইত্যাদি এলাকাজুড়ে জমিদারি প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করেছিল মিত্ররা। অতীতে পুজোর সময় জমিদার বাড়ি মানুষের ভিড়ে গমগম করত। বংশ পরম্পরায় মৃৎশিল্পীরা বাড়ির প্রতিমা গড়ে আসছেন এখানে। জমিদার বাড়িতে প্রজারাই পুজোর যাবতীয় জিনিসপত্র পাঠাতেন। এক সময় পুজোয় প্রতিদিনই মহিষ বলি হত পরে ৭টি করে পাঠা বলির ব্যবস্থা থাকলেও, বর্তমানে ২টি করে পাঠা বলি হয়। বাড়ির সামনেই সুবিশাল জলাশয়ে কলা বৌ স্নান থেকে শুরু করে প্রতিমা বিসর্জন সবটাই করা হয়ে থাকে। কর্মসূত্রে পরিবারের সদস্যরা ভিন রাজ্যে ও ভিনদেশে থাকলেও, পুজোর ৪ দিন সকলে একত্রিত হয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন প্রবীন থেকে নবীন সদস্যরা। গত ৩৫০ বছরেও বেশি সময় ধরে এই প্রথা মেনেই চলে আসছে মিত্র বাড়ির দুর্গাপুজো। এই বাড়ির পুজো তে কোনও অন্ন ভোগ হয় না। পরিবর্তে লুচি বা শুধুমাত্র ফল, মিষ্টির ভোগ হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পুজোতে তিলোত্তমার ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পুজো এবারে ২৭৫ তম বর্ষ। প্রতিবারের মতন এবারও তাদের পুজোয় এক মাস আগে থেকে ঠাকুরের মাটি দেওয়া থেকে শুরু হয়। কিন্তু তাদের একটাই আক্ষেপ সদ্য ঘটে যাওয়া আরজিকরের আবহে তাদের মন খুবই ভারাক্রান্ত। মা আসছে পুজো তাদের হবেই কিন্তু সেইভাবে মায়ের পুজোর এই কটাদিন কীভাবে আনন্দ হবে আমরা কেউ জানি না। বারুইপুরের কল্যাণপুরের এই বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির প্রতিটা মহিলা তাদের এক বাক্যে যেটা সুর হল আরজি করের ডাক্তার মহিলার নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি ও ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে। পুজোর আবহের আগে সিবিআই থেকে সুপ্রিম কোর্ট এই সমস্ত দোষীদের যদি উপযুক্ত শাস্তি বা ফাঁসির সাজা ঘোষণা করে তাহলে আমাদের সেই ভারাক্রান্ত মনটা থাকবে না আমরা খুশি মনে সবাই যে যার

পুজো আনন্দে পালন করব। উই ওয়ান্ট জাস্টিস এই স্লোগান এর আওয়াজ প্রতিনিয়ত আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমরা বাড়ির মহিলারা অপেক্ষায় রয়েছি বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে যে সমস্ত দুর্বৃত্তরা রয়েছে তাদের অবিলম্বে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হোক তাহলে এই ডাক্তার মহিলার পরিবার যেমন খানিকটা স্বস্তি পাবে পাশাপাশি আমরাও অনেকটা স্বস্তি নিয়ে পুজোর কটা দিন ধুমধাম করে মায়ের পুজো করতে পারবো। তার পাশাপাশি তারা আরও একটা জিনিস যেটা জানায়, মা আসছে কিছুদিনের মধ্যে মাকে আমরা বরণ করে যেমন পূজো করব ঘরে তুলব মার কাছে একটাই আবেদন দোষীরা খুব তাড়াতাড়ি যেন দৃষ্টান্তমূলক সাজা পায়।

মাঙ্গলিকী

তেলান্ডু রাজবাড়িতে পূজিতা হন বুড়িমা

মলয় সুর

হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনে তেলান্ডু স্টেশন থেকে পশ্চিম দিকে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দু পাড়ে সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা ধরে হাঁটা কুড়ি মিনিটের পথ মালিপাড়া গ্রাম এই পাড়ার প্রাচীন দেবীকেই বুড়িমা বলা হয়। এখানেই আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলার ১০৫ বঙ্গাব্দে ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে চলেছে মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজো। এই মন্দিরটি স্থাপন করেন শিবাচার্য ঠাকুরের পূর্বসূরী বংশধররা। বর্তমান উত্তরসূরী শৈলেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় দেবীর পূজার দেখভাল করেন। শৈলেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের দশ পুরুষ পূর্বে সৃষ্টি দূর্গা মন্দিরটি। রাজবাড়ি আজ ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের মাথার ছাদটি টিনের চালার। গ্রামের মানুষ এটিকে দুর্গা দালান বলেন। মন্দিরের সামনে ভগ্ন প্রায় বড় দুটি থাম আছে। চারপাশ ভগ্নস্তুপে পরিণত হয়েছে। রাজবাড়ি অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয়। গ্রামের ঐতিহ্যের নিদর্শন এই মন্দির। হুগলি জেলার মন্দির স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে মন্দিরটি স্থান করে নিয়েছে। এই তথ্য প্রদান করেছেন মালিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা অধ্যাপক ডক্টর রুদ্রপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়। তাঁর লেখা 'লোকায়ত সংস্কৃতি' ও অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থে এই বুড়িমা সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা রয়েছে। এই পুজো পূর্বপুরুষের রীতি অনুযায়ী হয়। সপ্তমীর দিন বিশাল দিঘীর জলে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে স্থাপিত করানো হয় দুর্গা মন্দিরে। এরপর দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু হয়। সেখানেই হয় দেবীর বোধন। দেবীদুর্গাকে আহ্বান করা হয়। এখানে প্রতিমার গঠনে রয়েছে বিশেষত্ব। ৬ হাত উচ্চতার প্রতিমার প্রধান বাহন সিংহের রং হলুদ কিন্তু মহিষাসুরের

রং গাঢ় সবুজ। প্রতিমাকে লাল রঙের মাটির শাড়ি পড়ানো হয়। এছাড়া শোলার ডাকের সাজ সজ্জা থাকে। বংশপরম্পরায় যারা ঢাক বাজান তারা বর্ধমানের একলাখী গ্রামের বাসিন্দা। তৎকালীন ছিল নবাবী আমল। গ্যাস বাতি বা কেরোসিনের আলোয় পূজার আয়োজন হত। চারিদিকে তখন ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভর্তি ছিল। তবে এখানকার দেবীদুর্গা খুবই জাগ্রত। এখানে ২জন পুরোহিত পুজো করেন। অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, কেবলমাত্র এই প্রত্যন্ত গ্রামে একটিমাত্র দূর্গাপুজো হয়। এই গ্রামে ৪০টি পরিবারের বসবাস। এখানে দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমীর দিন আঁখ, ছাঁচী কুমড়ো ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। অষ্টমীর দিন কুমারী পূজায় আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটায় তা বন্ধ হয়ে যায়। অধিবাসের দিন মাকে পড়ানো হয় সোনার গহনা ও অস্ত্রগুলি। এ পুজোয় তান্ত্রিক মতে শাস্ত্র মেনে পুজো হয়। সন্ধিপূজার বিরাট পিতলের থালায় এক মন চাল ২ কেজির বিরাট নাড়ু তৈরি করে দেওয়া হয়। পুজোর কয়েকটা দিন গ্রামের মানুষ ও অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়া–দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া এই পুজোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবীদুর্গাকে অন্য ভোগে মাছ এবং মাংসের টুকরো নিবেদন করা হয়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে গৃহস্থের ঘরে রান্না পুজো হয়। এখানে দশমীর দিন দেবীদুর্গাকে বাসি ভাত(পান্তা) নিবেদন করা হয়। এটিকে দুর্গা অরন্ধন ব্রত বলা হয়। নাট মন্দিরের পান্তা ভাত আর নৈবেদ্য মহাপ্রসাদ হিসেবে গ্রামের পরিবাররা সকলে গ্রহণ করেন। এই গ্রামের মন্দির থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে বামফ্রন্টের আমলে লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদিবাড়ি। এখানে আলোর রোশনাই নেই, নেই আলোর চাকচিক্য কিন্তু প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরপুর ঠাকুরবাড়ির দালান। গ্রামের সাধারণ মানুষজন সকাল থেকেই ঠাকুরদালানে হাজির হয়। এই পুজোয় মাইক বাজানো নিষিদ্ধ। ভক্তি নিষ্ঠার শাস্ত্রবিধির নিয়ম আচারে মাতৃ আরাধনা। তবে এই নাটমন্দিরে আর কোনও দেবদেবীর পূজা হয় না। একমাত্র ফাল্গুন মাসে মধুসূদন বাসুদেব মূর্তি বসিয়ে দোল উৎসব পূজার্চ্চনা হয়। এরপর দশমীর সন্ধ্যায় গ্রামের মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এখানে বুড়িমাকে গ্রামের ছেলেরা কাঁধে করে নিয়ে দীঘিতে বিসর্জন দেয়। যাওয়ার পথে রীতিনীতি মেনে পীরতলায় একবার নামানো হয়। তারপর আবার সারা বছরের প্রতীক্ষা। এই পুজো শুধু পারিবারিক নয় গোটা গ্রামের সামাজিক মেলবন্ধনেরও মাধ্যম।

বর্গীদের হাত থেকে রক্ষার্থে দুর্গা আরাধনা

অরিজিৎ মণ্ডল: এইবছর ৩০৬ তম বর্ষে পদার্পণ করল ঘোষ বাড়ির দুর্গাপূজা। ১১৫২ বঙ্গাব্দে ভগীরথ ঘোষ এই পূজার সূচনা করেন। শোনা যায়, সে যুগে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা প্রায়ই বন্যার কবলে পড়ত এবং এর পাশাপাশি চলত বর্গিদের আক্রমণও। বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে ও বর্গিদের আক্রমণ থেকে নিজেদের ও সকল গ্রামবাসীর সুরক্ষার্থে করঞ্জলী অঞ্চলে সেইসময় জমিদার ভগীরথ ঘোষ ধুমধাম করে শুরু করে দুর্গাপূজা। শোনা যায়, সেই সময় জমিদার ভগীরথ ঘোষ কুলপি সহ আশপাশের বেশ কিছু জায়গা ক্রয় করে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছিলেন। সুবিশাল ছিল তার রাজ্যপাট ও প্রজা বর্গ। এই দুর্গাপূজার সময় নাকি দূরদুরান্তে সেই সমস্ত প্রজারাই আসতো এই জমিদার বাড়িতে। এবং পূজা কটা দিন তাদের থাকা–খাওয়া জন্য ছিল আলাদা আলাদা ঘর আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা। এই পূজাকে কেন্দ্র করে ছিল বলিদান প্রথা আর সেই বলেই মাংস মহাপ্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করতে পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে প্রজাবররা। পাশাপাশি ভোগ প্রসাদ তৈরির জন্য ছিল বিশাল বিশাল উনুন। সময়ের সাথে সাথে রাজবাড়ি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই ধ্বংসাস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে কালক্রমে করোনা মারণ ব্যাধির সময় থেকে ঘোষ পরিবারের সদস্যরা পাঁঠা বলি বন্ধ করবার সিদ্ধান্ত নেয়। তৎকালীন সময়ে দুর্গা দালানের সামনে অনুষ্ঠিত হত নাটক, যাত্রা থেকে শুরু করে নানান অনুষ্ঠান। ঘোষ বাড়ির প্রবেশের সম্মুখে বাঁদিকে তাকালেই চোখে পড়বে সেই যাত্রা দলের ভগ্নপ্রায় গ্রিন রুমের দৃশ্য।এখন সেসবই অতীত। তবে সেই সময়কার জৌলুশ কালক্রমে ধরে রাখা সম্ভব না হলেও এখনও নির্দিষ্ট রীতিমতো শ্রদ্ধা, নিষ্ঠার সাথে তাঁরা পূজা করে চলেছেন প্রত্যেক বছর। তবে দুর্গাপূজার পাশাপাশি দুর্গা দালানের পাশেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে শ্যামসুন্দর জীউ এর মন্দির যেখানে নিত্য পুজোর পাশাপাশি তিন দিনভর সাড়ম্বরে পালিত হয় রাস উৎসব।

আগমনীর শারদ সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৯ সেপ্টেম্বর শরতের গোধূলিতে আগমনী ফেসবুক পেজের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক অনন্য শারদোৎসবের। এটি ছিল তাদের প্রথম একক অফলাইন অনুষ্ঠান। এদিনের সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, কবি অনন্ত গোস্বামী, সাহিত্যিক শ্যামাপ্রসাদ সরকার, কবি নিবেদিতা ঘোষ মার্জিত, বুলু রায়, রমিতা মজুমদার প্রমুখ। তাঁদের হাত ধরেই প্রকাশিত হয় আগমনী শারদ বার্তার নবম সংখ্যা। এরপর আগমনী বাচিক গোষ্ঠীর পরিবেশনা শ্রুতিনাটক অভয়ামঙ্গল ও বহু গুণী শিল্পীর কবিতাপাঠ উপস্থিত দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উক্ত সন্ধ্যার অন্যতম চমক ছিল তাৎক্ষণিক লিখন প্রতিযোগিতা। আলোচ্য অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে আগমনী কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও তাৎক্ষণিক লিখন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আগমনীর মুখ্য প্রশাসক অনিকেত।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র: ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় 'জ্যোতির্ময়ের' উদ্যোগে সিঁথি হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের 'চয়ন' ক্লাব কক্ষে স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর পৌরোহিত্যে ও সম্পাদক টুবলু দত্তের সুষ্ঠ পরিচালনায় চতুর্দশ বার্ষিক মিলনোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। সঞ্চালনা করেন মৌমিতা রায়চৌধুরি। ধন্যবাদ দেন প্রান্তিক রায়চৌধুরি। প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে ফুল দিয়ে শুভ উৎসবের সূচনা হয়। মোট ২৫ জন দরিদ্র মানুষকে 'ক্যাসারল' প্রদান করা হয়। বক্তা ছিলেন সঙ্গীতা সরকার, অভিষেক ঘটক, অভিজিৎ সবু প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন মৌমিতা রায়চৌধুরি ও অস্মিত মোদক। গিটারে ছিলেন শ্রীপর্ণা মোদক, শ্রেয়সী দে ও ঐশিকী দত্ত। নৃত্যে ছিলেন ঈশিতা ভূঁইয়া। গান গেয়ে শোনান সারদা প্রিয়া সরকার। তবলা বাজান সুব্রত সরকার। সহযোগীতা করেন স্বপন পালিত, উদয় বসু, সৌমদীপ দত্ত, পরিমল চক্রবর্তী, অসিত বাবু, সংঘমিত্রা হাজরা, তপন মিশ্র, প্রণব সেন, পি দলুই, এস. ত্রিদেবী, তিমির রায়চৌধুরি, প্রবীর রায়চৌধুরি, প্রমুখ। শেষে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ক্যানিংয়ে আমেরিকার নীলকণ্ঠ মন্দিরে কাঁচ–স্টোনের দুর্গা মূর্তি

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ক্যানিং মহকুমা তথা জেলার বৃহত্তম বাজেটের মধ্যে অন্যতম পুজো ক্যানিং মিঠাখালি গ্রামবাসী সার্বজনীন দুর্গাপুজো। বৃহত্তম বাজেটের পাশাপাশি হলেও পুজোটাও বৃহৎ। ৪২ তম বর্ষের এই পুজোর প্রতিবছরই এক একটি নতুন বিশেষত্ব থাকে। যা বহু দূরদুরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষজন এই পুজো দেখতে ভিড় করেন।

৪২ তম বর্ষের ক্যানিংয়ের মিঠাখালি গ্রামবাসী সার্বজনীন দূর্গাপূজোয় আমেরিকার নীলকণ্ঠ মন্দিরের আদলে মন্ডপসজ্জা তৈরির কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। অন্যদিকে দীর্ঘপ্রায় তিন মাস ধরে কাঁচ ও স্টোন দিয়ে নীলকণ্ঠ মন্দিরে দেবী দশভূজার রণংদেহি মূর্তির উজ্জ্বল রুপ দান করেছেন মেদিনীপুরের এগরার সজল রায়। সেই সঙ্গে চন্দননগরের আলোয় ঝলমল করে উঠবে মিঠাখালির নীলকণ্ঠ মন্দির। এই নীলকণ্ঠ মন্দিরে দেবী দশভূজার সপরিবারে আগমন ঘটলেও এখানে দেবীর ১০টি হাতে ১০টি অস্ত্র দেখা যাবে।

উমার এই ১০ হাতে অস্ত্র নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ প্রসঙ্গে পুজো কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক পরেশ রাম দাস বলেন 'চারিদিকে হিংসা, হানাহানি থেকে শান্তি ফেরানোর জন্য অন্যান্য দেবদেবীরা মা দূর্গাকে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। সেসব অস্ত্র নিয়ে

দেবী দূর্গা ১০৮ রূপ ধারণ করে অশুভ শক্তিকে ছিন্নভিন্ন ভাবে পরাজয় করে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে দেবকুলের ভয়াবহ পরিস্থিতিকে সামাল দিয়ে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেই ১০৮ এর একটি অনন্য অসাধারণ রূপ নীলকণ্ঠ মন্দিরে অবতীর্ণ হবেন।'

দেবী দশভূজার নিবেদনে ১০৮টি পদ্ম দেওয়ার রীতিও বদল হয়েছে। দূর্গাপূজার ১০৮ টি পদ্মদানের বদল আনতে চান ওঁরা। কেমনই বা সে নিয়ম? সেই পরিবর্তনের কথা জানাতে গিয়ে পূজা কমিটির সভাপতি উত্তম দাস বলেন, আমরা চাই সেই ১০৮ পদ্ম হয়ে উঠুক জীবন উৎসারির এক নিবেদন। যার ফলে এলাকার ২০০০ জন দুঃস্থ অসহায় মানুষজন সহ অনাথ শিশুদেরকে নতুন বস্ত্র পরিয়ে বরণ করে তৃপ্তি করে ভোজন করিয়ে প্রতিমা দর্শন করিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা। সেই হাসি মুক্তোদানাই দেবীর পায়ে দত্ত পদ্মের জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠবে। এছাড়াও দুঃস্থ অসহায়দের চিকিৎসা খরচ প্রদান সহ অন্যান্য সমাজসেবা মূলক কর্মযজ্ঞ রয়েছে।'

পুজো কমিটির সম্পাদিকা স্বপ্না দাস জানিয়েছেন, সুস্মিতা বিশ্বাস, রত্না ঘরামী, জয়ন্তী পুঁই, সেখ মমতাজ,নিসা সিং, সবিতা হালদার, মঞ্জু ঘোষরা পুজো কটাদিন দশভূজার আরাধনায় ব্যস্ত থাকেন ও সমস্ত আয়োজন নিয়ম নিষ্ঠাভাবে করে। এছাড়াও দর্শকদের কথা মাথায় রেখে এবং উৎসবের দিনগুলিতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে নিরাপত্তার ব্যাপারটি থাকছে সুদৃঢ়। পুজো কমিটির সদস্য আইউব সেখ, সঞ্জয় বিশ্বাস, শংকর হালদার, সন্তু দাসরা জানান, পূজার পাশাপাশি উৎসবে গুলিতে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ, নরনারায়ণ সেবা এবং নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে।

চুনাখালীর বেলুড় মঠে বিরাজ করবেন শান্তিময়ী দেবী

নিজস্ব প্রতিনিধি : জল জঙ্গলে ঘেরা প্রত্যন্ত সুন্দরবনের অন্তর্গত বাসন্তীর চুনাখালী গ্রাম। গ্রামের মধ্য দিয়ে অনবরত বয়ে চলেছে হানা নদী। সেই নদীর তীরবর্তী এলাকায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বেলুড় মঠের আদলে তৈরি হচ্ছে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। মণ্ডপে আলোর বিকিরণ ঘটাবেন স্বপরিবার শান্তিময়ী দেবী দশভূজা। চুনাখালী সার্বজনীন দুর্গোৎসব ৭৮ তম বর্ষে পদার্পণ করল। চন্দননগরের বিখ্যাত আলোর যাদুতে শোভা পাবে চুনাখালীর বেলুড় মঠ। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কুমোরটুলি প্রতিমা সুন্দরবনের এই বেলুড় মঠে শাস্ত্রীয় মতে পুজিত হবেন। পুজোর বিশেষ আকর্ষণ ঢাকের তালে হানা নদীতে নব পত্রিকার স্নান।

পিতৃপক্ষের অবসান আর দেবীপক্ষের সূচনাকালে মহাপঞ্চমীর শুভলগ্নে চুনাখালী সার্বজনীন দুর্গোৎসব এর বেলুড় মঠ মণ্ডপের সূচনা করবেন সমাজসেবী বাপ্পাদিত্য নস্কর, প্রধান অতিথি হিসাবে থাকবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল এবং বিশিষ্ট অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন বেলুড় মঠের মহারাজ ব্রজেসানন্দজী।

পুজো কমিটির সভাপতি অরুণ কুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, 'বর্তমানে হিংসা, হানাহানি চলছে সর্বত্র। যাতে শান্তি বিরাজ করে, তাই বেলুড় মঠে দেবী দশভূজা ভবতারিণী রূপে শান্তি বিরাজ করবেন।' পুজো কমিটির সম্পাদক নিমাই মালি জানিয়েছেন, 'অসুর নাশিনী দেবী দশভূজা যাতে অশুভ শক্তি ধ্বংস করে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে আশীর্বাদ করেন, তারজন্য প্রত্যন্ত সুন্দরবনের চুনাখালীর বেলুড় মঠের পুজো

মণ্ডপে শান্তিময়ী মা বিরাজ করবেন। যা সুন্দরবনের বুকে বিরলতম।'

চুনাখালী সার্বজনীন দুর্গোৎসব এর আরও একটি ঐতিহ্য রয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও মহাষ্টমীতে বাৎসরিক পত্রিকা 'আনন্দধারা' প্রকাশিত হবে। যে পত্রিকায় সুন্দরবন সহ সমগ্র রাজ্যের উদীয়মান লেখক–লেখিকাদের গল্প, কবিতা ও ছড়ার মধ্যদিয়ে ভাবাবেগ প্রকাশিত হবে। যা এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এমনটাই জানিয়েছেন পুজো কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক বাপ্পাদিত্য হাউলী। এই পুজোয় নেই কোনও ধর্মীয় বিভেদ। পুজোর দিনগুলিতে সকলে মেতে ওঠেন এবং পুজোয় একে অপরকে সাহায্য করেন কালিপদ সাউ, নূর আলম মোল্লা, নরেশ চন্দ্র নস্কর, চম্পক মাহাতো, নিতিশ মণ্ডল, দিলীপ কুমার কয়াল, বাপি সরদার, মানস দাস, প্রতাপাদিত্য বিশাল, বিশ্বজিত মালি, কমলেশ সৎপতি, কালিপদ সরদার সহ অন্যান্য। এছাড়াও পুজোর মহাষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজোর বিভিন্ন প্রসাদ তৈরি, ফুলের মালা সহ অন্যান্য সামগ্রী তৈরি এবং সিঁদুর খেলার দায়িত্ব বর্তায় জীবন্ত দুর্গা দোলন সাহা, সীমা শীল, শঙ্করী দাস, মিনতি বিশাল, রুনা মোল্লা, ঝুম্পা কয়াল, শিখা সরদারের ওপর। পুজো ক'দিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পৌরাণিক যাত্রা পালা, ভাগবত পাঠ, আবৃত্তি সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান রয়েছে। এছাড়াও বিশ্ব উষ্ণায়ণের কবল থেকে সুন্দরবন বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়ে পুজোর প্রতিটি দিনেই থাকছে চারাগাছ বিতরণ এবং সচেতনতার বার্তা।

ডায়মন্ড হারবারে ঐতিহ্যবাহী মণ্ডল পরিবারের ৩৫০ বছরের পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় ৩৫০ বছর আগে অবিভক্ত ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের বিস্তীর্ণ এলাকা তখন বন্যায় জলের তলায় চলে যায়। সেই বন্যার জলে ডায়মন্ডহারবার পারুলিয়া গ্রামের জমিদার বাড়ির দালানে ভেসে আসে কাঠামো। এমনকী তৎকালীন পারুলিয়ার মণ্ডল জমিদার কালী কুমার মণ্ডল স্বপ্নাদেশ পান বাড়িতে ভেসে আসা কাঠামো নিয়ে মায়ের পুজো করতে হবে। এরপর থেকেই প্রথম ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে পারুলিয়া গ্রামের মণ্ডল পরিবারে শুরু হয় মা দুর্গার আরাধনা। পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রজারা আসছেন জমিদার বাড়িতে। পুজোর ক'দিন আশেপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ভিড় করত।

জমিদার বাড়ির সামনেই রয়েছে পালকি ঘর। দুর্গা দালানের একদিকে ছিল গোপন রাস্তা জানা যায়, সেসময়ে বাড়ির মহিলারা সেভাবে বের হতেন না বাহিরে। তাই দুর্গা দালানের গোপন রাস্তা দিয়ে এসে মায়ের আরাধনা করতেন পরিবারের মহিলারা। এখন সেসব অতীত। সময়ের ব্যবধানে হারিয়েছে পারুলিয়ার মণ্ডল পরিবারে দুর্গা পুজোর জৌলুস। তবে আজও রীতি মেনে মা দুর্গার আরাধনা করে আসছেন পরিবারের সদস্যরা।

পুজো বন্ধ করলেই নাকি পরিবারে আসে নানান বিঘ্ন তাই বর্তমানে জমিদারিত্ব না থাকলেও প্রতিবছর পরিবারের সদস্যরা মা দুর্গার আরাধনা করে আসছেন রীতি মেনে। দুর্গাপুজোর সময় ছাড়াও সারা বছর দুর্গা দালানে দুবেলা পুজো দিতে হয় পরিবারের সদস্যদের। ৩৫০ বছরের কাঠামো আজও রয়েছে। তবে ভেঙে পড়েছে চারিদিকের দালান। ভগ্ন জমিদার বাড়িতে আজও মা দুর্গাকে নিয়ে মাতামাতি এতোটুকুও কমেনি। পুজো ক'দিন পরিবারের সদস্যরা যে যেখানে থাকুক না কেন সম্মিলিত হন মণ্ডল বাড়ির পুজোতে। ডায়মন্ড হারবার এলাকার জমিদার বাড়ি এই পুজোই নাকি এলাকার প্রথম পুজো এমনটা জানা যায়।

বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে প্রতিমা বিসর্জন সরদার পরিবারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রায় ৩৫০ বছর আগে অবিভক্ত ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের বিস্তীর্ণ এলাকা তখন বন্যার জলের তলায় চলে যায়। সেই বন্যার জলে ডায়মন্ডহারবার পারুলিয়া গ্রামের জমিদার বাড়ির দালানে ভেসে আসে কাঠামো। এমনকী তৎকালীন পারুলিয়ার মণ্ডল জমিদার কালী কুমার মণ্ডল স্বপ্নাদেশ পান বাড়িতে ভেসে আসা কাঠামো নিয়ে মায়ের পুজো করতে হবে। এরপর থেকেই প্রথম ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে পারুলিয়া গ্রামের মণ্ডল পরিবারে শুরু হয় মা দুর্গার আরাধনা। পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রজারা আসছেন জমিদার বাড়িতে। পুজো ক'দিন আশেপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ভিড় করত।

জমিদার বাড়ির সামনেই রয়েছে পালকি ঘর। দুর্গা দালানের একদিকে ছিল গোপন রাস্তা জানা যায়, সেসময়ে বাড়ির মহিলারা সেভাবে বের হতেন না বাহিরে। তাই দুর্গা দালানের গোপন রাস্তা দিয়ে এসে মায়ের আরাধনা করতেন পরিবারের মহিলারা। এখন সেসব অতীত। সময়ের ব্যবধানে হারিয়েছে পারুলিয়ার মণ্ডল পরিবারে দুর্গাপুজোর জৌলুস। তবে আজও রীতি মেনে মা দুর্গার আরাধনা করে আসছেন পরিবারের সদস্যরা।

পুজো বন্ধ করলেই নাকি পরিবারে আসে নানান বিঘ্ন তাই বর্তমানে জমিদারিত্ব না থাকলেও প্রতিবছর পরিবারের সদস্যরা মা দুর্গার আরাধনা করে আসছেন রীতি মেনে। দুর্গাপুজোর সময় ছাড়াও সারাবছর দুর্গা দালানে দুবেলা পুজো দিতে হয় পরিবারের সদস্যদের। ৩৫০ বছরের কাঠামো আজও রয়েছে। তবে ভেঙে পড়েছে চারিদিকের দালান। ভগ্ন জমিদার বাড়িতে আজও মা দুর্গাকে নিয়ে মাতামাতি এতোটুকুও কমেনি। পুজো ক'দিন পরিবারের সদস্যরা যে যেখানে থাকুক না কেন সম্মিলিত হন মণ্ডল বাড়ির পুজোতে। ডায়মন্ড হারবার এলাকার জমিদার বাড়ি এই পুজোই নাকি এলাকার প্রথম পুজো এমনটা জানা যায়।

সেবাময়ী শ্রীসারদা
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দি ছবির জগতে
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সঞ্জয় সেনগুপ্ত

সুন্দরবনের শিক্ষা সঙ্কট
ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা

জন্মশতবর্ষে সলিল চৌধুরী ও
গুরু দত্তকে নিয়ে লিখেছেন
সবিতা চৌধুরী ও অবু ঘটক

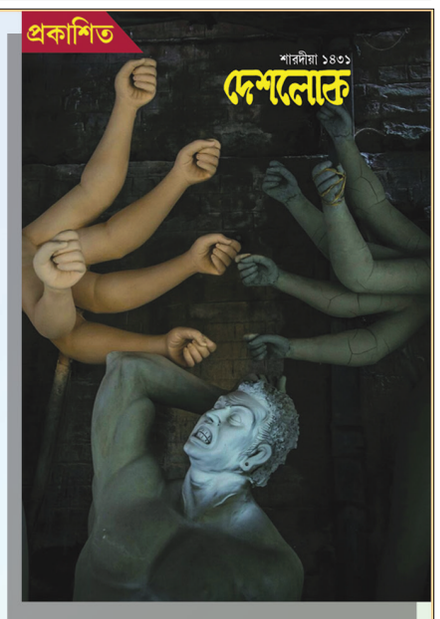

এছাড়াও লিখেছেন

মধুময় পাল, সুলগ্না চক্রবর্তী, কাকলি দেবনাথ, তুষার ভট্টাচায, অভীক চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার মণ্ডল, কৌশিক রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মজুমদার, নন্দলাল ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, অনিন্দিতা মণ্ডল, শতদ্রু মজুমদার, অরুণোদয় ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়,বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ শর্মা, সুনন্দ ভৌমিক, প্রবীর মণ্ডল, স্বপন দাস, শেখর কুমার রায়, ভরত বৈদ্য সহ আরও অনেকে

গোমো গল্পের গোলকধাঁধায় মহানিষ্ক্রমণ তত্ত্ব – জয়ন্ত চৌধুরী
মন মজেছে বৃন্দাবনে – প্রণব গুহ

এখনই বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে

আইএসএলে ৩ ম্যাচ হারতেই ইস্টবেঙ্গলে অতীত কুয়াদ্রাত যুগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি আইএসএলে প্রথম তিনটি ম্যাচে টানা হারের পর ইস্তফা দিলেন ইস্টবেঙ্গল এফসি–র হেড কোচ কার্লস কুয়াদ্রাত। জানানো হয়, আপাতত কুয়াদ্রাতের জায়গায় দলের দায়িত্ব সামলাবেন সহকারী কোচ বিনো জর্জ এবং কয়েক দিনের মধ্যেই দলের নতুন হেড কোচের নাম ঘোষণা করবে ক্লাব। প্রায় দু'মাস আগে প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু করা সত্ত্বেও আইএসএলের প্রথম তিনটি ম্যাচে হার মানে ইস্টবেঙ্গল এফসি। লিগের শুরুতেই দুই বিদেশী ফুটবলার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকস ও সল ক্রেসপো চোট পান। যার ফলে ক্লাবের সমর্থকেরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।গত মরসুমে এই কুয়াদ্রাতের হাত ধরেই অবশ্য কলিঙ্গ সুপার কাপ জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রায় ১২ বছর পর কোনও জাতীয় স্তরের কোনও খেতাব জেতে তারা। তার আগে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপেও রানার্স আপ হয়। আইএসএলেও নক আউট পর্বের দোরগোড়া থেকে ফিরে আসে লাল–হলুদ বাহিনী। কিন্তু এবার আইএসএলের শুরুতে দল ব্যর্থ হওয়ায় পদত্যাগ করলেন কুয়াদ্রাত। তাঁর এই সাফল্যের প্রশংসা করে ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। ভারতে কোচিং করানোর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে ৫৬ বছর বয়সী কুয়াদ্রাতের। ২০১৬ থেকে ২০১৮–ভারতে তাঁর প্রথম পর্বে কুয়াদ্রাত বেঙ্গালুরু এফসি–র সহকারী কোচের পদে ছিলেন ও তাদের ফেডারেশন কাপ, প্রথম হিরো সুপার কাপ জিততে সাহায্য করেন। সেই সময়ে বেঙ্গালুরু এফসি প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে এএফসি কাপের ফাইনালে উঠেছিল। এরপরে, ২০১৮–য় প্রধান কোচ হিসেবে বেঙ্গালুরু এফসি–র দায়িত্ব নেন তিনি। প্রথম মরশুমেই (২০১৮–১৯) দলকে প্রথম হিরো আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করেন কুয়াদ্রাত। তাঁরই প্রশিক্ষণে বেঙ্গালুরু একই মরসুমে লিগসেরা ও ট্রফিজয়ী দুইই হয়। পরের বছর তাঁর প্রশিক্ষণে থাকা বেঙ্গালুরুর দল ফের প্লে–অফে ওঠে। অর্থাৎ, তিনি ভারতে কোচিং করতে এসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাফল্যই পেয়েছেন।

নতুন নিয়মেই এবার বসছে আইপিএলের নিলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৫ সালের আইপিএলের মেগা নিলামের আগে রিটেনশন নিয়ম ঘোষণা করে দিল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। শনিবার বেঙ্গালুরুতে গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকের পর অফিশিয়ালি রিটেনশন নীতি ঘোষণা করেছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়েছে,নতুন নিয়মে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ পাঁচজন খেলোয়াড় ধরে রাখতে পারবে যা ২০২২ সালের আগের মেগা নিলামের চারজন খেলোয়াড়ের সীমা থেকে বাড়ানো হয়েছে। ভারতীয় এবং বিদেশি খেলোয়াড়দের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সীমা থাকছে না। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি তাদের পাঁচটি রিটেনশনের মধ্যে যত খুশি ভারতীয় ও বিদেশি খেলোয়াড়দের নাম দিতে পারবে। বৈঠকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের মেগা নিলামের সময় প্রতিটি দলকে একটি করে রাইট–টু–ম্যাচ কার্ড দেওয়া হবে।এই কার্ডের মাধ্যমে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি তাদের ছেড়ে দেওয়া ক্রিকেটারদের সর্বোচ্চ বিডিংয়ে কিনতে পারবে নিলামে অংশ না নিয়েই। নিলামের আগে প্রত্যেক দল বাজেট রাখতে পারবে সর্বোচ্চ ১২০ কোটি। এর আগে ২০২২ সালের মেগা অকশনে বাজেট ছিল ১০০ কোটি। তবে এবারের নিলামে তাঁরা বসতে পারবেন ৭৫ কোটি টাকা নিয়ে। বাকি টাকা ধার্য করা হয়েছে রিটেন হওয়া ক্রিকেটারদের জন্য। পাঁচের পরিবর্তে কম খেলোয়াড় রিটেন করলে অতিরিক্ত আর টি এম কার্ড দেওয়া হবে সেই দলকে। জানানো হয়েছে, কোনও দল পাঁচের পরিবর্তে তিন জন ক্রিকেটারকে রিটেন করলে তারা দুটি রাইট টু ম্যাচ কার্ড নিয়ে নিলামে বসতে পারবেন।

নয়া কীর্তি কোহলির

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নয়া নজির বিরাট কোহলির। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিনি করলেন ৩৫ বলে ৪৭ রান। আর সেই দাপুটে ইনিংসের সৌজন্যে কোহলি ছাপিয়ে গেলেন কিংবদন্তি সচিন তেণ্ডুলকরকেও।ষএই সিরিজে নামার আগে তাঁর দরকার ছিল আর মাত্র ৫৮ রান। তাহলেই তাঁর সব মিলিয়ে রান হত ২৭ হাজার। আর সেটা হল কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে। প্রথম টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে তাঁর রান ছিল ২৩। ফলে চেন্নাইকে সচিনের রেকর্ড ভাঙা সম্ভব হয়নি। সেই নজির তিনি গড়লেন কানপুরে এসে। তিন ধরনের ক্রিকেট মিলিয়ে মাত্র ৫৯৪ ইনিংসে তিনি ২৭ হাজার রান করলেন। বিশ্ব ক্রিকেটে আর কেউ এত দ্রুত এই রান করতে পারেননি। সেক্ষেত্রে তাঁর সামনে ছিলেন সচিন তেণ্ডুলকর। তিনি এই রান করেছিলেন ৬২৩ ইনিংসে। বিরাট তাঁর অনেক আগেই এই রেকর্ড ভেঙে দিলেন। সচিন ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং ও শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৭ হাজার রান রয়েছে। সেই তালিকায় নতুন নাম হলেন বিরাট কোহলি। বহু দিন পর লাল বলের ক্রিকেটে ফিরলেন বিরাট। মাঝে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে রান পাননি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বড় রান না পেলেও ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে চেনা 'কিং'য়ের মেজাজ পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে গড়লেন নয়া রেকর্ডও।

তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যুতে ময়দানে শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঋষভ পন্থ কার্যত মৃত্যুর মুখ থেকে মাঠে ফিরেছেন। গাড়ি দুর্ঘটনায় জখম হয়ে ইরানি ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছেন মুশির খান। ফের এক ক্রিকেটারের দুর্ঘটনার খবরে শোকের ছায়া ময়দানে। তবে পন্থ বা মুশিরের মতো আহত নন, বাংলার তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যু হল। শোকস্তব্ধ ময়দান। আসিফ হোসেন। বয়স মাত্র ২৮ বছর। গত বেঙ্গল প্রো টি–২০ টুর্নামেন্টেও নজর কেড়েছিলেন। অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্সের হয়ে একটি ম্যাচে ৫৭ বলে ৯৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছিলেন। আচমকাই প্রয়াত হন সেই আসিফ। পারিবারিক সূত্রে খবর, বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পান আসিফ। তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানান। আসন্ন মরসুমে স্পোর্টিং ইউনিয়নে সই করেছিলেন আসিফ। অতীতে টাউন, এরিয়ানের মতো ক্লাবেও খেলেছেন।

জয়ন্ত পুশিলালের নামে রাজ্য টেবিল টেনিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সদ্য প্রয়াত হন দ্রোণাচার্য জয়ন্ত পুশিলালের নামেই এবছর রাজ্য টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিল বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। ময়দানের সেন্ট্রাল এক্সাইজ তাঁবুতে সদ্য প্রয়াত কোচের স্মরণসভা আয়োজন করেছিল রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থা। সেখানেই এবছরের রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ কিংবদন্তি কোচের নামে আয়োজনের কথা জানান যুগ্ম সচিব শর্মি সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, 'এইবছর চন্দননগরে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু সূচি বদলে ডিসেম্বরে করতে হচ্ছে। ওইসময় জগদ্ধাত্রী পুজো চন্দননগরে। যাতায়াতের দিক থেকেও বড়বাজার যুবক সংঘ ভালো জায়গায়।' উল্লেখ্য আগামী ৪–১২ নভেম্বর বড়বাজার যুবক সংঘ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে এবারের রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ। এর আগে এই প্রতিযোগিতা ডিসেম্বর মাসে আয়োজিত হওয়ার কথা থাকলেও টেবিল টেনিস ফেডারেশন আঞ্চলিক টেবিল টেনিসের সূচি বদল করায় রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থা।

ইডেন আধুনিকীকরণের প্রস্তাব সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পদাধিকারীদের নিয়ে খুব একটা ঝড় ওঠার কথা ছিল না। কারণ, আরও একটা বছর পুরনো কমিটিই থেকে যাওয়ার কথা ছিলই। সেই মতো সোমবার সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রেসিডেন্ট পদে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে অমলেন্দু বিশ্বাস, সচিব পদে নরেশ ওঝা, যুগ্মসচিব পদে দেবব্রত দাস ও কোষাধ্যক্ষ পদে প্রবীর চক্রবর্তীই থেকে গেলেন।সিএবি–র ৯৩তম এজিএম অনুষ্ঠিত হল। বৈঠকের শুরুতেই সফলভাবে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পাঁচ ম্যাচ আয়োজনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। বেঙ্গল প্রো টি–২০ আয়োজন করতে পারার জন্যও সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য অভিষেক ডালমিয়াকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অর্ধেন্দু কুমার ঘোষের পরিবর্তে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিবেক লোহিয়া সিএবি–র অ্যাপেক্স কাউন্সিলে জায়গা করে নিলেন। বৈঠকে ইডেন গার্ডেন্সের আমূল সংস্কারের প্রস্তাব দেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ইডেনের আধুনিকীকরণের ওপর জোর দিতে বলেছেন তিনি। ঝুলন গোস্বামীও সেই প্রস্তাবে সায় দেন। সেই প্রস্তাব সকলে মেনেও নিয়েছেন। বিশ্বের সেরা স্টেডিয়ামগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয় ইডেন। পরিকাঠামোগত উন্নতিও হয়েছে। তবে সৌরভ চান বিশ্বের সেরা সুযোগ সুবিদা থাকুক ক্রিকেটের নন্দনকাননে।বৈঠকে সিএবি অনুমোদিত ক্লাব ও সমস্ত সংস্থার অনুদান ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে। পাশাপাশি মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আইপিএলের পাশাপাশি বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের জন্য এবার বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার আয় হয়েছে বেশি। তাই অনুদান বাড়ানো হয়েছে। প্রত্যেকবার সমান আয় হবে না বলেও মন্তব্য করা হয়েছে।

সিএবি–র এজিএমে মহিলা ক্রিকেটের উন্নতি নিয়েও আলোচনা হয়। অনূর্ধ্ব ১৫ মেয়েদের একটি টুর্নামেন্ট করার প্রস্তাব ওঠে। সেই প্রস্তাব সর্বস্তরে প্রশংসিতও হয়। চিন্তাভাবনাও শুরু হচ্ছে এ নিয়ে।

উত্তরবঙ্গে একটি স্টেডিয়াম গড়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়। তবে গত আর্থিক বর্ষে সংস্থার ব্যয় কেন বেড়ে গিয়েছে, সেই প্রশ্নও ওঠে। রাহুল টোডি বৈঠকে বড়িশা স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলার সিনিয়র দলের নির্বাচক কমিটিতে পরিবর্তন আসন্ন। এখনও ঘোষণা না হলেও শোনা যাচ্ছে দুটি পদে আসতে পারেন রোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রণদীপ মৈত্র।

জেলায় জেলায় টক্কর

যোগাতে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন সৈকত মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি : থাইল্যান্ডের পাটায়াতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যোগা চ্যাম্পিয়নশিপের পুরুষ বিভাগে ভারতের হয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন যোগায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার চিলেবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সৈকত মণ্ডল। সৈকত বিদ্যানগর কলেজের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র। বিদ্যানগর কলেজের যোগার প্রশিক্ষক মৃণাল মালিকের কাছেই সৈকতের যোগা শেখা। সম্প্রতি বিদ্যানগর কলেজে সৈকতকে একটি সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত বিদ্যানগর কলেজের অধ্যক্ষ সূর্য প্রকাশ আগারওয়াল সহ যোগা প্রশিক্ষক মৃণাল মালিক এবং কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা যাঁদের একান্ত সহযোগিতা এবং শুভ কামনায় আগামীদিনে বিদ্যানগর কলেজে ছাত্র–ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ উন্নত হওয়ার সঙ্গে দেশের গৌরব বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করছেন।

বাস্কেটবলে নজর কাড়ছে বর্ধমানও

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন মেট্রো শহরের পাশাপাশি বর্ধমানও বাস্কেটবল খেলায় নজর কাড়ছে ক্রীড়ামহলের। রাজ্যের শস্যগোলা রূপে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলার এই সদর শহর নানাবিধ খেলাধুলার ক্ষেত্রেও যথেষ্টই ছাপ রাখছে। খেলার টানেই রাজার শহর বর্ধমানে ছুটে এসেছিলেন কিংবদন্তী কপিল দেব, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লারা, বাইচুং সহ দেশি–বিদেশি প্রখ্যাত ক্রীড়া ব্যক্তিত্বগণ। ফুটবল, ক্রিকেট, কবাডি, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, হকি, জুডো, ক্যারাটের পাশাপাশি বাস্কেটবল খেলাতেও ক্রমশ উৎসাহ দেখাচ্ছে বর্ধমানবাসী। সেই উৎসাহের মাত্রা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বর্ধমান শহরের বুকে আয়োজিত হল রাজ্য যুব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা। সপ্তাহব্যাপী এই প্রতিযোগিতা শুরু ২৯ সেপ্টেম্বর। রাজ্য বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং বর্ধমান জেলা ভলিবল ও বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় শহরের শ্রীঅরবিন্দ স্টেডিয়ামে আয়োজিত এদিনের এই জমজমাট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি শ্যামাচরণ লোহার। ছিলেন বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারপার্সন কাকলি তা, রাজ্য বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রদীপ আঢ্য, বর্ধমান জেলা ভলিবল ও বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি উজ্জ্বল প্রামাণিক। স্বাগত ভাষণ দেন এই ইভেন্ট পরিচালন সংস্থার সম্পাদক বনবিহারী যশ। প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৩৬টি টিম অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে ২০টি টিম পুরুষদের। প্রতিযোগিতাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে শ্রীঅরবিন্দ স্টেডিয়াম ছাড়াও বর্ধমান শহরের আরও ৪টি ময়দান বেছে নেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে।

আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএফএ ও রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। সোমবার ইস্টবেঙ্গল – এরিয়ান মাঠে ফাইনালে তারা হারালো শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পর্ষদকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হয়ে হ্যাটট্রিক করেন শুভদীপ সর্দার ও অন্য গোলটি সাভানদেব সাউ এর। বিজয়ী দলে হিসেবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এক লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার, স্মারক সহ ট্রফি এবং বিজিত শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পর্ষদ ৬০,০০০ টাকা আর্থিক পুরস্কার ট্রফি, স্মারক পায়।ফাইনাল উপলক্ষে মাঠে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সচিব অনির্বাণ দত্ত, কোষাধ্যক্ষ দেবাশিস সরকার, সহ সভাপতি সৌরভ পাল,দিলীপ নারায়ন সাহা, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, মহম্মদ জামাল, বিশ্বজিৎ ভাদুড়ী, সুদেষ্ণা মুখার্জী। ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহা, প্রাক্তন ফুটবলার অমিত ভদ্র,মিহির বোস, প্রশান্ত চক্রবর্তী, ফাল্গুনী দত্ত ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা।

রায়দিঘীর খাঁড়াপাড়া হাইস্কুলে দুদিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: লেখাপড়া শেখার পাশাপাশি খেলাধুলা শেখারও প্রয়োজন আছে। বর্তমান সময়ে খেলাধূলা হারিয়ে যাচ্ছে। সেই তাগিদে সোমবার ও মঙ্গলবার দুদিন ধরে সুন্দরবনের রায়দিঘী বিধানসভার খাঁড়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বৎসর পূর্তিকে সামনে রেখে স্কুলের মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতা হল। এই খেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রায়দীঘি বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা, মথুরাপুর ২ নং বিডিও নাজির হোসেন, জেলা পরিষদের সদস্য উদয় হালদার,মথুরাপুর ২ নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: বিতিন রঞ্জন, খাঁড়ি পঞ্চায়েত প্রধান বর্ণালী দাস, খাঁড়াপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিলন সেন, সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রদ্যুত কুমার হালদার সহ আরো অনেকে। মথুরাপুর ১ ও ২ নং ব্লক থেকে ৮ টি স্কুল এই ফুটবল খেলায় অংশ নেন।ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের ১ ও ২ জানুয়ারিতে।

আঁতস কাঁচে

অতিরিক্ত আয়

আইপিএল নিলামের আগেই আয় নিশ্চিত হয়ে গেল ক্রিকেটারদের। ঐতিহাসিক এই কথা জানিয়ে দিলেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। এবার থেকে চুক্তির টাকা তো পাবেই, সেইসঙ্গে প্রতি ক্রিকেটায়র পাবে ম্যাচ ফিও। ম্যাচ ফি পাবেন সাড়ে সাত লাখ টাকা। এরজন্য প্রতিটি দল মালিকদের ১২ কোটি ৯০ লাখ টাকা সরিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। এতদিন আইপিএলের নিয়ম ছিল যে টাকা দিয়ে ক্রিকেটারদের দল মালিকরা কিনতেন, সেই টাকাতেই তাঁদের খেলতে হত। ফলে কোনও ক্রিকেটার যদি সব ম্যাচে খেলার সুযোগ পান তাহলে তাঁর ঝুলিতে ঢুকবে অতিরিক্ত ১.০৫ কোটি টাকা।

সুনীলই সর্বোচ্চ

বয়স ৪০। আইএসএলে গোল ৬৪। সুনীল ম্যাজিক এখনও জারি। ঘরের মাঠে মোহনবাগানের জালে বল জড়িয়ে আইএসএল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন ভারতীয় ফুটবলের আইকন সুনীল ছেত্রী। এতদিন বার্থোলোমিউ ওগবেচের সঙ্গে ৬৩ গোল করে তিনি যুগ্মভাবে শীর্ষস্থানে ছিলেন। পেনাল্টি থেকে গোল করে তিনিই এখন এককভাবে সর্বাধিক গোলদাতা। আইএসএলে সুনীলের গোল এখন ৬৪। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন রয় কৃষ্ণা। তাঁর গোলসংখ্যা ৫৬।

বারাণসীতে বিশ্বকাপ!

শিবঠাকুরের খাসতালুক বারাণসী। সেখানেই কত অলি–গলি, কত মন্দির, কত ঘাট। এবার সেই বারাণসীতেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। আশার খবর, সেই স্টেডিয়াম গড়ার কাজ শুরুও হয়ে গেছে। পরের বছরই এই স্টেডিয়াম গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপের অন্যতম ভেন্যু হতে চলেছে এই বারাণসী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম। বলাই বাহুল্য, এই স্টেডিয়ামের আকৃতিতে মূল আকর্ষণই থাকবে শিবঠাকুরের ডুগডুগি। কাশী বিশ্বনাথের মন্দির থেকে গাড়িতে এই স্টেডিয়াম যেতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে।

অশ্বিনের নজির

কানপুর টেস্টের প্রথম দিন পেয়েছেন ১ উইকেট। তাতেই ভারতীয়দের মধ্যে নতুন মাইলফলক তৈরি করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। পূর্বসূরি অনিল কুম্বলেকে ছাড়িয়ে এশিয়ার মাটিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন ভারতীয় এই স্পিনার। সবার ওপরে শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি মুথাইয়া মুরালিধরন। তাঁর উইকেট প্রাপ্তি সংখ্যা ৬১২। অশ্বিনের উইকেটসংখ্যা দাঁড়াল ৪২০। তিনে চলে যাওয়া অনিল কুম্বলের উইকেটসংখ্যা ৪১৯। ৩৫৪ উইকেট নিয়ে চারে রঙ্গনা হেরাথ ও ৩০০ উইকেট নিয়ে পাঁচে হরভজন সিং। মজার ব্যাপার, প্রথম পাঁচের সবাই স্পিনার।

সাকিবের অবসর

সাকিব আল হাসানের ওপর চাপ যে বাড়ছিলই তা ঘটনাক্রমেই বোঝা যাচ্ছিল। তার প্রভাব পড়ছিল ক্রিকেট কেরিয়ারেও। সেই চাপমুক্তির জন্যই টেস্ট ক্রিকেটকেই তড়িঘড়ি বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন বাংলাদেশের বিখ্যাত অলরাউন্ডার। শুধু টেস্ট ক্রিকেটই নয়, সেইসঙ্গে টি২০ ক্রিকেটকেও বিদায় জানালেন তিনি। আগামী অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠ মীরপুরে টেস্ট খেলে ব্যাট তুলে রাখতে চান বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার। সেই টেস্ট শুরু হবে ২১ অক্টোবর।

হ্যারি পটারের চেয়ে হরি পোদ্দার অনেক বেশি খাঁটি
জাদুশিল্পী পি সি সরকার জুনিয়র

শৌলমারীর সাধু–ই কী ভগবানজী?
ড. জয়ন্ত চৌধুরি

লোকসংস্কৃতিবিদ দিব্যজ্যোতি মজুমদার
ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা

এছাড়াও লিখেছেন

সুখেন্দু হীরা, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার মণ্ডল, কৌশিক রায়চৌধুরী, সিদ্ধার্থ সিংহ, অরিন্দম আচার্য, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, বিধান সাহা, উজ্জ্বল সরদার, প্রণব গুহ, প্রবীর নন্দী, শ্যামল কুমার সাহা, অশোকা পাঠক, কুনাল মালিক, নির্মল গোস্বামী, অভিমন্যু দাস, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শৌভিক গাঙ্গুলী, হান্নান আহসান, মানস ঘোষ, সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, অভিজিৎ সরকার, বিউটি পাল,জগদীশ মণ্ডল, ভীমচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জয় চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ নস্কর,কল্যাণ রায়চৌধুরী
সহ আরও অনেকে

স্বর্ণযুগের স্বরণীয় সুরকার ও গায়ক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি ড. শঙ্কর ঘোষ

এখনই বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com